ঘূর্ণীপথে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

'পূজা ১৩৩৮'

দাম পাঁচ সিকা

প্রকাশক—
শ্রীমুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়
বেহালা।

মুদ্রাকর—
শ্রীত্রিগুণানাথ রায়
বি, এম. প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঘূর্ণীপথের চাকা সত্যিই ঘুরেছিল···ঘুরেও চলেছে; তবে, এক মোড়ের মাথায় হঠাৎ একটা বল্টু খসে যাওয়ায়, চাকাটী বেপথে যায় চ'লে! এই মোড়েই আমায় থাম্‌তে হয়েছে, আর এই পথেই আছি,—আশায়···চাকাটী কখন অন্য পথ দিয়ে ঘুরে ফিরেই বা আসে! পথ চলা, তখন নতুন ক'রে সুরু হবে।

ঘূর্ণীপথে

এক

থমকে এসে দাঁড়াল সে এ্কা-বেঁকা গলির ভেতর থেকে ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে—একটা তেমাথানির মোড়ে।

——উঃ, চাকাটা কি জোরেই না ঘুরছে! আবার আগুন ঠিক্‌রোচ্ছে চারদিক দিয়ে! মণি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে তার ঘূর্ণীপথে ঘোরার সঙ্গে চাকাটার ঘোরার কোন রকম সম্বন্ধ টেনে আনা যায় কি না, তাইই গবেষণা কচ্ছিল, মনে মনে……

কাঁধের উপর, পেছন থেকে কে যেন আস্তে আস্তে হাত দিলে। মণি চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল। অমল হাসছে, বল্লে, 'কি হে, হাঁ করে, ভাবুকের মত দাঁড়িয়ে যে? মাথায় আবার কি ভূত চাপলো?'

বিরক্ত হয়ে মণি উত্তর দিলে, 'যাও!' কথাটা বলেই সে চল্‌ল সোজা হোষ্টেলের দিকে—অমলের অস্ফুট চাপা হাসির শব্দ পেছন থেকে তাকে উপহাস করে মিলিয়ে গেল।

...মণি ভাবছিল · কি যে, তা সে নিজেই পরে জিজ্ঞাসা কর্লে হয়তো বল্‌তে পারতো না। তবে ভাবছিল সে মানুষের কথা...মানুষ তার কাছে মনে হোত যেন দম-দেওয়া কলের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছুটেছে এক অনদ্দিষ্টের পথে...সুখের, শান্তির?...না, দুঃখের? তাও নয়? তবে কি—তবে কি ধ্বংসের পথে?...তাই বোধ হয়। কবি সে, তাই তার মনে ভেসে এল—

"অধিক সময় নাই—
ঝড়ের জীবন ছুটে' চলে' যায়
শুধু কেঁদে 'চাই' 'চাই'!

...

"কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা।
ওগো, মিটেনা তাহাতে, মিটে না প্রাণের ব্যথা;"

...

ঘূর্ণীপথে

মণি একখানা ট্রামে উঠে পড়লো। বস্‌লো যেখানে, তার সাম্‌নেই একটী মেয়ে বসে···তার কোলে খান-দুই বই আর খাতা, বুকের সামনে জ্যাকেট-পিসের একটা জায়গা ইচ্ছা করে একটু কাটান হয়েছে··ফাউনটেন পেনের ক্লিপটা সেখানে চক্ চক্ কচ্ছিল···মণি ভাবলে হ্যাঁ, একটা নতুন কায়দা বটে···তার মাথা থেকে সমস্ত ভাবনা কোথায় উবে গেল।

মণি চেয়ে রইল মেয়েটীর দিকে···তার মাথার একরাশ কালো কোঁকড়ান চুল···হাওয়ার মত পাতলা সবুজ রঙের ওড়না খানির ভেতর দিয়েও দেখা যাচ্ছিল। মেয়েটী তখন চেয়েছিল রাস্তার দিকে, তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে গাড়ী, ঘোড়া, ব্যস্, মানুষ···সব বায়স্কোপের মত ভেসে যাচ্ছিল···যখন সে মুখ ফিরালে, তার চোখ পড়লো আর দুটো চোখের ওপর···শূন্য, অর্থহীন, অপলক দৃষ্টিতে সেই চোখ দুটো যেন তার ভেতরটা পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।···আজ ছ' বছর ধরে মেয়েটী রোজ ট্রামে যাতায়াত করছে, অনেক লোকের কটাক্ষপাত তার ওপর হয়েছে···কিন্তু এরকম খোলাখুলি অথচ সহজ সুন্দর চাউনি একদিনও তার চোখে পড়েনি···দীপালি তাই একটু বেশী রকম আশ্চর্য্য হয়ে গিছল,—মণির সুন্দর সরল মুখখানার দিকে চেয়ে। পরক্ষণেই, কি জানি কেন দীপালীর চোখ মুখ লজ্জায় ফুটন্ত গোলাপের মত রাঙা হয়ে উঠলো···সে আস্তে মাথাটী নামিয়ে

নিজের কোলের উপরের বইখানা খুলে পড়বার ভাণ করে অবস্থাটার একটু পরিবর্ত্তন করে নেবার চেষ্টা কর্ত্তে গেল। বইখানা 'গীতাঞ্জলি', খুলতেই দীপালির চোখে পড়লো—

"কইতে কি চাই, কইতে কথা বাঁধে
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে
আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে,
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।"

দীপালীর মুখখানা আরও লাল হয়ে গেল...সে ভেতর থেকে ভীষণভাবে ঘেমে উঠলো।

ট্রামটা হোষ্টেলের সামনে এসে থামলো। মণি একটু ইতস্ততঃ করে একবার বিমুগ্ধ নয়নে দীপালীর দিকে চেয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেল।...তার সঙ্গের একসংখ্যা 'মধুচক্র'ও তার ভেতর তার বন্ধুর একখানা নতুন-পাওয়া চিঠি ট্রামেই পড়ে রইল।

দীপালী ভাবলে, ডেকে বলবে না কি? কিন্তু ফলে তা যখন সম্ভব হোল না, তখন সে একবার চারিদিকটা দেখে নিয়ে, পত্রিকাখানা নিয়ে নিজেরই খাতার তলায় রেখে দিলে...

দীপালি পড়তো Matric ক্লাসে Additional Mathe-

matics-এর ঘণ্টায় সে বসল গিয়ে একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে, মধুচক্রখানা উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে দেখতে পেলে সেই চিঠিখানা—গোলাপী খামের ওপর ঠিকানা লেখা—

Sj. Manindra Mitra,
Room.........
Eden Hostel,
Calcutta.

চিঠিখানা আসছে পাটনা থেকে। লেখকের নাম নির্ম্মল গুপ্ত···দীপালি চিঠিখানি পড়তে লাগলো—

"স্নেহের বন্ধু,

কাল সকালে তোমায় পোষ্টকার্ড লিখেছি ; কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে ভাল হয়নি। কারণ তোমার দুঃখটা ফিরে আমাকেই বিঁধছে। আমার একখানা চিঠি খুবই curt হয়েছিল, ঐ আমার স্বভাব ছিল আগে। এখন, ভাই, শুধ্‌রে নিচ্ছি—আমার পথ কেন যে তোমার পথ থেকে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—তা এখনো বুঝতে পার্লে না? তোমার বিশ্বাস যে আমি এই বাঁধন ছিঁড়ে

পালাতে পার্ব্ব না। আমি তো, বন্ধু, তাই চাই। তুমি লিখেছ 'এ বাঁধনে ভয় নেই! এ মুক্তির জন্য সমবেত চেষ্টা'—আমি তা বেশ জানি ও বিশ্বাস করি, কিন্তু I am helpless from all points of view,—আমার অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়—সেই জন্যেই তোমাকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলুম ও তোমায় বলেও ছিলুম যে It rests *mainly* with you to keep up this feeling between us—তুমিই পার এই নিবিড় বন্ধন অটুট রাখতে।

আমার সঙ্গে বাইরে যাবার জন্যে তুমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছ, নানা কারণে তা' হয়ে উঠল না। বেশতো; এতে এত মন খারাপ কর্চ্ছ কেন, dearie! অনেক আশাই তো মানুষে করে থাকে, কিন্তু তা বলে কি সবই সফল হয়? এ রকম যে হবে তা তুমি ও আমি দুজনেই বেশ বুঝতে পেরেছিলুম। খুব lonely লাগছে, না? আমার উৎসাহ নিভবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তা হ'তে দেওয়া যেতে পারে না। তোমার নতুন বছরের চিঠি পড়েই যদি সমান ভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে বন্ধুত্বের এত গর্ব্ব কিসের? এর চেয়ে যে অনেক বেশী ধাক্কাই সইতে হ'বে। আর তাতে আমাকে সাহায্য কর্ত্তে হ'বে তো তোমাকেই। তোমাকে কে বলেছে যে আমি তোমায় বিশ্বাস করি না?.........

ভুল, dearie, ভুল। যাকে ভালবাসি, তাকে যদি সম্পূর্ণ-

ভাবে বিশ্বাস কর্তেই না পারি, তো সে ভালবাসার স্থান কোথায় ?.........

বছরের প্রথম দিনেই চোখের জলের ভেতর দিয়ে তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। যে কথা তুমি মুখ ফুটে কোনদিনই আমায় বল্‌তে পার্ত্তে না, সেই কথাই সে দিন তোমায় লিখতে হয়েছিল...আমি বেশ বুঝি, বন্ধু, এতে কতটা মনের জোর দরকার ও কতখানি বুকে বাজে। কি আশ্চর্য্যি দেখো—এর reaction বোধ করি এই ৩৫০ মাইল দূর থেকেও আমায় ধাক্কা দিয়েছিল, সে দিন।

'বাড়ী' বলে তুমি যে ঠিক কি mean করো তা আমি বুঝতে পারিনি। তোমার fundamental spirit যে ঠিক কি, তাও এখনও ধরতে পারি নি, তবে যে টুকু বুঝেছি সেটুকু যে বদ্‌লায়নি তা স্বীকার করি। অনেক নতুন জিনিষ আমি তোমার মধ্যে পেয়েছি। এ সবই তোমার নিজস্ব। তুমি যে 'নভেলী কায়দার ছেলে নও' তা আমি বেশ বুঝি, নইলে এতটা আপনার করে নিতে পার্ত্তে না—

বন্ধু, তুমি অনেক দূরে—

* *

দীপালি ভাবতে লাগলো, কী মিষ্টি খোলাখুলি ভাব, কোথাও

সরলতায় কার্পণ্য নেই, কৃত্রিম ভাবেরও উচ্ছ্বাস নেই···চিঠি-খানার ওপর মণির সুন্দর সহজ মুখের একটা আবছা ছাওয়া ভেসে উঠলো।—

বীণা পাশেই বসেছিল। দীপালি আজ হঠাৎ পড়ায় মন না দিয়ে কি একটা মাসিক উল্টোচ্ছে যে! মুখ বাড়িয়ে বীণা দেখলে একখানা চিঠি—দীপালি একদৃষ্টে তার ওপর চোখ রেখে... আস্তে একটা চিমটী কেটে মুচকি হেসে সে বল্লে, 'কিরে, দীপা, অত মন দিয়ে কার চিঠি পড়ছিস?'

দীপালি মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে, 'দেখনা, বীণা, আজ ট্রামে একটা কুড়োনো চিঠি পাওয়া গেল......ভারী মজার, পড়না?'

দুজনে আবার গোড়া থেকে চিঠিখানা পড়লে, বীণা বল্লে, 'না, ভাই, বেশ লিখতে পারে তো ছেলেটা! তা ও চিঠি নিয়ে তোর অত মাথা ব্যথা কেন? লেখকের ওপর কি হঠাৎ দয়ার উদ্রেক হয়ে উঠলো নাকি? দেখিস ভাই, দীপা! শেষটায় না...'

'যাঃ, ইয়ারকি করিস্‌নি'...বলে দীপালি বীণার দুষ্টুমীভরা মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেল্‌লে।

● ●
●

দুই

সাধারণের চোখে, বিশেষতঃ তার বাড়ীর লোকের কাছে, ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল হয়েই দাঁড়িয়েছিল। ভোরে উঠে খোঁজ নাও, তাকে পাবেনা...সকাল ৯টার সময় এসে দেখ, স্নান সেরে খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে, কি পড়ছে। কোন রকমে বাড়ীর গণ্ডীটা একবার ছাড়তে পারলেই যেন সে বাঁচে।

দুপুরে কলেজে...কি যে করে অবশ্য সে-ই জানে। বিকেলের খোঁজ কেউ রাখত না। রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় যখন বাড়ী ফিরল, মুখখানা গম্ভীর, ঠিক কি যে ভাব বেরুচ্চে বলা শক্ত...বোধ হয় কোনও কারণ জিজ্ঞাসা ক'রো না—করা বৃথা, এই রকম ভাব।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর খবরের কাগজ, পড়ার বই, এসবের সঙ্গে সম্বন্ধটা একটু ঝালিয়ে না নিয়েই চল্লো খেতে। তারপর রাত এগারোটা পর্য্যন্ত দেখো, ঘরে আলো জ্বলছে,...আছে, হয় চুপ করে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে, নয়তো কতকগুলো বাজে বই, কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে বসে।

বেশী রাতে, একটা দুটোর সময় যদি কেউ লক্ষ্য করো তার ঘরের ভেতর—দেখবে আলো নিবানো, সে ঘুমুচ্চে হয় চেয়ারেই, নয়তো টেবিলের ওপর।...তারপর ঘরে ফিরে আবার সেই রকম,—তফাৎ যদি কিছুতে হয়, তো বাড়ী ফেরায় দেরী হওয়ার জন্মে বা ফোনে কোন খবর পেয়ে বাইরে ছোটার দরুণ।

বাড়ীর সঙ্গে এই যে তার একটা সম্বন্ধ...থেকেও নেই, এতে অনেকেই একটু ক্ষুণ্ণ, একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। দীপ্তিকে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তো তার এই রকম ব্যবহারের কারণ, সে হয় ফেলতো হেসে, নয় মুখখানাকে আকাশের মত সমস্ত জিনিষ থেকে যেন দূরে এনে ফেলেছে, এই ভাব ক'রে বল্‌তো...ওঃ, এই-ই—কিছু ক্ষতি আছে কি? আর হ'লেই বা, ক্ষতিতো মানুষের চাই-ই, নইলে লাভ হ'বে কোথা থেকে?' ব্যাপার দেখে শুনে যিনি বুঝলেন সুবিধের নয়, তিনি পড়লেন সরে। যিনি চান মজা...একটু পাগল গোছের, ছিটওলা লোক

দেখলেই তার খরচে খানিকটা আমোদ করে নিতে…তিনি ফেনিয়ে কত রকম কৃত্রিম সহানুভূতি, উপদেশ প্রভৃতি মিলিয়ে গল্প করতে লাগলেন। যাঁদের বিশেষ ভাল লাগত না, অথচ মনে কর্ত্তেন তাঁরাই যা' যা' দেখ্ছেন, বুঝ্ছেন, শুন্ছেন,—তাই-ই ভাল, এবং সকলেরই সেই পথ ধরে যাওয়া উচিত…যদিও তার কারণটা পরের কাছ থেকে ধার-করা বুলি ছাড়া নিজস্ব কোন যুক্তি দিয়ে সমর্থন করার তাঁদের শক্তি নেই…তাঁরা, নিজেরা যে ভাল এবং দীপ্তির মত ছেলে যে, আশপাশে একটা খারাপ আবহাওয়া বইয়ে দেবে ও দিচ্ছে,—এই কথাটা যতটা জোরের সঙ্গে এবং যতবার সম্ভব পারতেন, লোকের কানে লাগাতে ছাড়তেন না। ফল হোল মজার—দেশশুদ্ধ লোক দীপ্তিকে চিনে ফেল্তে লাগলো, আর সেটাই হোল দীপ্তির পক্ষে ভারী স্নবিধের। কারণটা দীপ্তির মুখ থেকেই অমল যতটা টেনে বার করতে পেরেছিল তার কিছু আভাস দেওয়া বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। কথায়-কথায় অমল একদিন ব'লে বস্ল, 'আচ্ছা দীপ্তি, একটা কথা বলবো, রাগ করবি না তো?'

'না, কি?'

'তুই দিনকের দিন এরকম হ'য়ে যাচ্ছিস কেন বল্, তো?'

দীপ্তি একটু হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু হাস্তে তো পারলেই না, উপরন্তু তার মুখের ওপর এমন একটা ভাব ফুটে উঠ্লো,

যা' অমলকে চমকে দিলে। অমল আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগলো—

'দেখ, দীপ্তি, আমি লক্ষ্য করে আসছি এই মাস-দেড়েক ধরে তোর মুখের সাম্‌নে যেন কিসের একটা ছাওয়া সর্ব্বদা ভাসতে থাকে। স্বীকার করি, এখনও বেশ সুন্দরভাবে আর মিষ্টি ক'রে কথা বলার কায়দা তোর নষ্ট হয় নি। কিন্তু আগের মত সেই চমৎকার স্বচ্ছন্দতা আর প্রাণখোলা হাসির আধার হয়ে, তুইতো আমাদের মধ্যে আসতে চাস না। তোকে আজ-কাল দলে টানতে হয় জোর ক'রে, কিন্তু আগে তুই নিজের কত মজলিশ জমিয়ে নিইছিস ?—কি, দীপ্তি, চুপ ক'রে রইলি যে ?'

দীপ্তি বসেছিল ভাবুকের মত শূন্যের দিকে চেয়ে। অস্পষ্ট-ভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কোন আশা নেই, অমল, দেখচ না—এ পোড়া দেশের কি অবস্থা ?' দীপ্তির এই বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে কথা বলায় অমল না হেসে থাকতে পার্‌লে না, বল্লে, 'হঠাৎ দেশের অবস্থার কথা এখানে এল কোথা থেকে, আর নিরাশই বা হবার কারণ কি ? বড়লোকের ছেলে, মজায় বসে খাবে ! অবস্থা আমাদেরই শোচনীয়, দীপ্তি !'

———'দেশের কথাটা তুমি 'হঠাৎ' এল বলে উ'ড়িয়ে দিতে চাও, অমল ? দেশ সব সময়ই দেশ। মানুষ যে, সে তার দেশের অবস্থার বিষয়ে কোনদিনই বিরূপ হয়ে থাক্‌তে

পারবে না। আমরা অতি দুর্ভাগা, 'দেশ' বলে যে কোন জিনিষ থাকতে পারে, তা এতদিন আমাদের মাথায় আসেনি... এখনও যে দেশের প্রতি একটা বিশেষ টান আমাদের সকলের মধ্যে এসেছে বলেও ত আমার মনে হয় না। নইলে, অমল, যেখানে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় জ্বরে মরছে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে বিক্রী করছে, মা ছেলেকে বিক্রী করছে, যেখানে রাস্তায় ঘাটে মানুষ মাথা তুলে বেড়াতে পায় না, তার মা বোন লাঞ্ছিত না হয়ে একা পথ চলতে পারে না···সেখানকার মানুষ জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই সব দেখে শুনে বুঝেও জড়ের মত নিশ্চল নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কি করে বসে আছে! আবার সব চেয়ে আশ্চর্য্য কি জান, অমল, এরা বোঝাতে চায়—এইটেই শান্তি ও সুখের জীবন! কেন আর নড়ে চড়ে মাথা উঁচু কর্ত্তে গিয়ে ঠোক্কর খাওয়া?···তুমি বলছিলে না, আর কেন আমি গল্পগুজব করে মজলিশ জমাই না? তার কারণ শুনবে? আমি লোকের সঙ্গে মিশতে যেতুম, আলাপ কর্ত্তুম,—তাদের প্রাণ আছে কি না দেখবার জন্যে। হাঁ ক'রে রইলে যে?··· সত্যিই তাই, অমল, আমি হাসতুম, খেলতুম, ভালবাসতুম তাদের···বোঝবার জন্যে—যে তারা হাসতে পারে কি না, ভালবাসতে পারে কি না! অনেক ছেলে-মেয়ের সংস্পর্শে

এসেছি, অনেক কর্ম্মী বলে ঘুরে বেড়ায় যে-সব লোক তাদের সঙ্গেও মিশেছি। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গেই আজ বল্‌তে হচ্ছে, অমল, মাত্র দু'তিন জন ছাড়া প্রকৃত জীবনের আস্বাদ এদের মধ্যে কেউ কোনদিন উপভোগ করেনি, কর্ত্তে পারবেও না। প্রাণ খুলে হাসি কাকে বলে এরা তা জানে না, স্বপ্নেও এরা খুঁজে পায় না এদের মন কি চায়, নিজের চিন্তা বা কথা বলে এদের কাছ থেকে কখনও কিছু পাওয়া যাবে না···অপরের উচ্ছিষ্ট বা উগরে-দেওয়া জিনিষ উপভোগ করেই এরা সন্তুষ্ট থাক্‌তে চায় অপরের চিন্তা, বুদ্ধি ও লাইন-কাটা গণ্ডীর ভেতরে দম বন্ধ হয়েও এদের চল্‌তে হ'বে। কি ভীষণ এদের জীবন বলতো··· কোন আশা নেই এদের, অমল—আমি কি এখন ভাবি জান, কতকগুলো ছেলে চাই যাদের মন হ'বে লোহার মত শক্ত··· সমাজ, সংস্কার, ধর্ম্ম কোন কিছুর বাঁধন মানবে না, লোকমত ঠেলে বেরিয়ে পড়তে পারবে অনির্দ্দিষ্টের পথে··· দুঃখ, কষ্ট, বিপদের মধ্যে দিয়ে উড়ে চল্‌বে মুক্ত পাখীর মত গেয়ে,

"মেঘের পথের পথিক আমি আজি
হাওয়ার মুখে চলে' যেতেই রাজি,
অকূল ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।"

অমল হাঁ করে দীপ্তির উত্তেজিত মুখখানার দিকে এতক্ষণ চেয়েছিল, এবার আস্তে বল্লে, 'তাতে যে একটা সামাজিক বিদ্রোহ, একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে, দীপ্তি !'

অমলের করুণভাবে কথা বলার ধরণ দেখে দীপ্তি হো হো করে উন্মত্তের মত হেসে উঠ্‌লো, তারপর তার কাঁধদুটো ধরে, জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে, 'Cheer up, my friend. You are one of the fellows whom I am going to select for treading this dangerous path. Get nerve, won't you ? তার মধ্যেই তো জীবনের আস্বাদ, আনন্দ সুখ যা-কিছু বল পাবে। শান্তি বলতে যা' আমাদের দেশে বোঝায়, তার কথা আগেই বলেছি, সেটা একরকম অসুখ ছাড়া কিছুই নয়···যতক্ষণ না ওর নেশার ঘোর ছাড়িয়ে উঠতে পার্ব্বে ততক্ষণ কোন লাভের সম্ভাবনা নেই।'

'আজ তবে চল্লুম', ব'লে অমল সেদিন টল্‌তে টল্‌তে দীপ্তির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল...তার কানে কেবলই বাজছিল 'শান্তি—সে, তো অসুখ !'

• •
•

তিন

মানুষ যখন নতুন পথ ধরে, তখন এই নতুনের মোহ তাকে এমনই পেয়ে বসে, যে তখন সে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে,—এ বোঝবার ক্ষমতা থাকে না। অপরে তার কানের কাছে হয়তো সর্ব্বদা বকে যেতে পারে···সে যা করছে তা ভুল···তার পথ ভুল ···কিন্তু কেউ তাকে বোঝাতে পারে না, কারুর পরামর্শ সে তখন চায় না। দীপ্তির ঠিক এমনই হোল। সে যে একটু অতিরিক্ত ভাবুক ছিল, সেটা অমলের সঙ্গে আলাপ দেখলেই একটু বোঝা যায়। শুধু ভাবুক নয়, দীপ্তি ছিল একজন নীরব কবি। দুনিয়া-টাকে রঙীনভাবে দেখতে সে শিখেছিল—ঠিক আর পাঁচজনে যে ভাবে দেখে, তেমন নয়। কবিতা সে লিখতো, কিন্তু ছাপান'র

চেয়ে লেখার খেয়ালই ছিল তার বেশী...সে সৃষ্টি করে যেত দৃষ্টির আনন্দেই।

দীপ্তি ছিল সুন্দরের পূজারী...যা কিছু সুন্দর, সে ছিল তারি ভক্ত...সে বোধ হয় A thing of beauty is a joy for-ever কথাটা ভালো করেই বুঝেছিল। তাই সুন্দর মুখ দেখলেই সে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতো...মৌন বিস্ময়ে ও নির্ব্বাক ভালবাসায়! সুন্দর ছেলে দেখলে কি ক'রে তার সঙ্গে আলাপ কর্ব্বে তারই সুযোগ সে খুঁজতো...কিন্তু লজ্জা জিনিষটা তার ছিল এমনই একচেটে যে কারুর সঙ্গে আলাপ কর্ব্বার জন্যে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলেও অনেক সময় সে কথাই কইতে পারতো না, মনে করতো...এঃ, ও কি মনে করবে?......

কলেজে থিয়েটার হ'বে.........

দীপ্তি তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। তাকে 'ফিমেল' পার্টে মানাবে ভাল বলে প্রফেসরেরা তাকে 'মালতীর' পার্ট দিলে আর মালতীর প্রেমিক 'মলয়' সাজবে ঠিক হোল ফার্ষ্ট ইয়ারের মণীন্দ্র মিত্র। মণীন্দ্রকে কলেজে সকলেই খুব ভালবাসতো…তার আলাপ কর্ব্বার ভারী চমৎকার একটা ক্ষমতা ছিল। দীপ্তিরও ছেলেটার সঙ্গে আলাপ কর্ব্বার খুবই ইচ্ছা হোত, কিন্তু মুখ ফুটে কোন দিনই সে মণির সঙ্গে কথা কইতে পারেনি।

প্লে-র দিন তাই ঘটলোও ভারী মজা। দীপ্তির মেয়েলী

হাবভাব তো বেশ ভালই ছিল, তার ওপর মণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মুখ চোখ লজ্জায় এমন লাল হয়ে উঠেছিল···, আর তার শরীরে এমন একটা শিহরণ আসছিল যে তাতেই তার পার্টটা একেবারে নিখুঁত হয়ে উঠলো।

নামের মোহ কোনদিন দীপ্তির মনে জাগেনি···কিন্তু এই সামান্য একটা থিয়েটারের পর কলেজ শুদ্ধ ছেলের মুখে যখন দীপ্তির নামটাই ঘুরে ফিরে শোনা যেতে লাগলো, দীপ্তি তখন সত্যিই একটু চমকে গিছল। ক্লাশে দীপ্তি কারুর বা 'প্রেয়সী' হয়ে দাঁড়াল, কেউ বা তাকে 'মিস্ চৌধুরী' বলে ডাকতে সুরু করলে...কবির আমাদের ব্যাপারটা লাগছিল মন্দ নয়, তবে তার লজ্জাও কচ্ছিল খুব।

ঘূর্ণীপথের একজন পথিক বাড়ল···

দীপ্তি দেখলে, বুঝলে···সকলেই তাকে চায়। এখন তার দিক থেকে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন। রূপের মোহ, ভালবাসার মোহ বিশেষ করে নামের মোহ এবার দীপ্তিকে পেয়ে বস্‌লো। একটা অশান্তি অস্বস্তি যা' দীপ্তি আগে জীবনের আস্বাদের পূর্ব্বলক্ষণ বলে মনে করতো তার স্বরূপ এখন দীপ্তির চোখের সাম্‌নে পরিস্ফুট হয়ে ভেসে উঠলো।

···মনের মাঝে, সময় সময় ভেসে উঠতো থিয়েটারের সেই দিনকার বিরহমাখা মণির মুখখানা—দীপ্তি ভাবতো কেন এমন

হয়? মণি!...চমৎকার ছেলে, কি সুন্দর তার কথাবার্ত্তা, কি মোহন তার আলাপের সুর! কই, মণি তো আর আমার সঙ্গে মেশে না, কেন?

......কলেজের ছুটী হয়ে গেছে—আষাঢ়ের আকাশটা হঠাৎ কালো হয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি সুরু করে দিয়েছিল··· ক্রমে বেশ ঝড়ও উঠলো...দীপ্তি ছুটে গিয়ে একখানা ট্রামে উঠে পড়লো, তারপর গন্ধভরা রঙীন রুমালটা বার করে ভিজে মাথাটা একবার রগড়ে নিয়ে সে পেছন দিকে চাইলে...প্রথমেই যার ওপর চোখ পড়লো সে হ'চ্ছে মণীন্দ্র মিত্র। মণি একখানা মাসিকের পাতা উল্টোচ্ছিল।

ক্ষণিকের জন্য দীপ্তির মনে হোল,—যায় মণির সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসে, কিন্তু কে যেন তাকে টেনে রাখলে···সে তার জায়গা ছেড়ে উঠতে পারলে না···দুরন্ত লজ্জার বাঁধ তাকে এবারও বাধা দিলে। গাড়ীটা আস্তে আস্তে ধর্ম্মতলায় এসে পৌছল...বৃষ্টির জোর তখনও কমেনি···কবি নামবে কিনা ভাবছিল।

মণি সাম্‌নেই একখানা কালীঘাটের ট্রামে উঠে পড়লো··· একটু ইতস্ততঃ করে কবিও ভিজতে ভিজতে সেই গাড়ীতেই উঠলো।

মণি এবার দীপ্তিকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, 'কি দীপ্তিময় বাবু, এই বৃষ্টিতে কোথা থেকে?'

দীপ্তি যে কি বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না···অনেক কষ্টে বল্লে ...আর মণিবাবু আপনারা তো চেয়েই দেখেন না...এই তো আপনার সঙ্গে এক গাড়ীতেই এলুম।

—ওঃ হরি, তাই নাকি! তা আপনি ত' বেশ লোক! একবার কি ডাকতেও নেই...আমার সঙ্গে এক ছাতায় এলেই তো হোত···তা আসবেনই বা কেন···আপনারা বড় লোক!···

এই বলে একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মণি আবার বলতে আরম্ভ করলে,—

'আচ্ছা, আপনি এত গম্ভীর কেন? প্রায়ই আমি আসবার সময় আপনাকে ট্রামে দেখি কিন্তু আপনার মুখ দেখে আর আলাপ কর্ত্তে সাহস হয় না...কিছু মনে করবেন না, দীপ্তিময় বাবু 'মালতীর' পার্ট করবার সময় তো আপনার বেশ কথা ফুটেছিল।'

কথাগুলো এমনি মোহন ভঙ্গীতে মণি বলে গেল যে দীপ্তি কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল...যার সঙ্গে মিলনের জন্য সে উদ্‌গ্রীব—আজ যে সে তার এত কাছে···আর তাকেই চায়, এ কথাটা দীপ্তি কিছুতেই নিজের মনে স্বীকার করে নিতে পাচ্ছিল না...ক্ষণিক আনন্দের আবেশে দীপ্তির মন মেতে উঠলো...সে কিছুতেই কথা কইতে পারলে না···

একটা পুলকের উত্তেজনায় তার চোখ মুখ গোলাপী হয়ে উঠলো।

ইংরাজীতে বলে, সুযোগ নাকি জীবনে খুব কমই আসে, তাই আগে থেকে তার জন্যে তৈরী হয়ে থাকতে হয়। আজ আষাঢ়ের এই সাঁজে...বৃষ্টিধারার সঙ্গে এই কথাটাই যেন কবির মনে বিঁধছিলো...তাই আজ একদিনেই মণির সঙ্গে দীপ্তির আলাপটা বেশ জমে গেল ..

"দুদিক হ'তে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে—
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা আসি মিশিয়া গেল
নিশীথ পারাবারে"

*

"আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে"

● ●
●

চার

সে দিনের সেই পরিচয়ের পর দুটী হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে গেল...এক শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জানা নেই, দুজনের হৃদয়ের ধারা এক হ'য়ে গেল...আলাপের পর দীপ্তির আর এক মুহূর্ত্তও মণি ছাড়া ভাল লাগতো না—আরো কত ছেলের সঙ্গেইত তার আলাপ ছিল কিন্তু মণিকে না পেলে কেমন যেন তার একা-একা মনে হোত...

মণির সঙ্গে কথা জমাবার জন্যে, অনেক সময় দীপ্তিকে অনেক তুচ্ছ কথার অবতারণা করতে হো'ত...মণির হয়তো সে সব ভাল লাগত না...হয়তো সে একটু বিরক্তও হোত... এতে কবির একটু অভিমান হোত বটে, কিন্তু মণির মাঝে সে

যে সুন্দরকে অনুভব করেছিল, প্রত্যক্ষ করেছিল...তাতে তার মন তুচ্ছ মান অভিমানের অনেক ওপরে চলে গিছ্‌ল।

কলেজের যা-কিছু উৎসব বা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোত তাতে দীপ্তি ও মণির সংস্পর্শ থাকৃতই। এসব ব্যাপারে দীপ্তির নাম ছিল খুবই, কিন্তু নামের চেয়ে কাজের পরিমাণটা তার ছিল ঢের বেশী। বন্ধুর আর নিজের ঘাড়ে যত কাজই পড়তো, দীপ্তি তা একাই করে দিতো, মণিকে সে জন্যে বিশেষ মাথা ঘামাতে হো'ত না···এর বিনিময়ে দীপ্তি চাইত, মণির দিক থেকে একটু অন্তরের সহানুভূতি···মনের গভীরতম কোণে একটা চিরন্তন স্থান।

কবি যে পায় নি তা নয়···তবে জগতের দুটো দিক একটা নির্ম্মম পাথরের মত কঠিন নীরস বাস্তবের দিক···আর একটা ফুলের মত কোমল, শিশুর মত সরল স্বচ্ছ সরসতার দিক···সেটা বাস্তব নয়, বাস্তব তার কল্পনাও করতে পারে না। দীপ্তি ছিল শেষের দলে কিন্তু মণি দাঁড়িয়ে আছে দুয়ের মাঝে···বাস্তব ও কল্পনার যেটা সংযোগ-সেতু! কবির ভেতরটা মণির কাছে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত ছিল।

হোষ্টেলে মণির ঘরে সেদিন চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। দীপ্তি একটু আগেই গিয়ে পড়েছিল সেখানে, বেলা তখন চারটে। ঘরে অমল ও আর একজন···দীপ্তি দেখ্‌লে—তাদেরই ক্লাসের

ছেলে—তবে আলাপ নেই—বসে' গল্প করছে। দীপ্তি ঘরে ঢুকতেই অমল বললে, 'এসো, এসো, মণি এখনও ক্লাশ থেকে ফেরে নি, একটু গল্প করা যাক্।...একে জানত, তোমাদেরই সঙ্গে পড়ে, নাম অসিতরঞ্জন ঘোষ, আমরা এঁকে ডাকি 'মরালগ্রীবা' বলে...

অসিত চটে উঠলো। 'অমল, তুমি দেখছি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছো, ইয়ার্কির আর যায়গা পাও না, না? বিন্দু মাত্র সভ্যতার জ্ঞান যদি তোমার থাকে ..

—'আহা, চট কেন! চায়ের নেমন্তন্ন'য় কি তোমায় ফিলজফি চর্চ্চা করার জন্যে আনা হয়েছে, মনে কর? কিছু ভয় নেই, আমাদের দীপ্তি অতি চমৎকার লোক, কবি, ভাবুক...ওঃ! সেদিন যে বক্তৃতা ঝেড়েছিল, কি আর বল্‌বো! আমার মগজের ভেতর এখনও সেগুলো গিজ্‌ গিজ করছে...

অসিত চুপ করে বসেছিল দীপ্তির দীপ্তিময় মুখখানির দিকে চেয়ে......

অমল বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, দীপ্তি! আমাদের 'সেবা-সমিতি'র বার্ষিক অধিবেশন হচ্ছে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। তোমায় 'নিবেদন' বলে একটা বক্তৃতা দিতে হ'বে এই বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে...'

দীপ্তি হো হো করে হেসে উঠলো। 'ওহে, এইটেই যে আমার পক্ষে একটা বিরাট বর্ত্তমান সমস্যা…ও সব, ভাই, পোষাবে-টোষাবে না…কি বলেন, অসিতবাবু? Lecture ঝাড়া কি আমাদের কর্ম্ম?'

এতক্ষণ পরে কথা কইবার উপলক্ষ্য পেয়ে অসিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বল্লে—সত্যি কথা বলতে কি, দীপ্তিময়বাবু, দেশের লোকগুলো লেক্‌চারের বড়ি আর গিলতে পারে না—অসহ্য তো হয়েইছে, অজীর্ণ হবারও আর বেশী দেরী নেই।'

অসিতকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অমল বলে উঠলো, 'ওসব কথা শুনো না দীপ্তি, অজীর্ণ হবার আগেই তোমার লেখাটা না হয় শেষ করে নিও।'

'বেশ বেশ, খুব গল্প জমিয়ে নিয়েছ যে! কি হে, অসিত, এরই মধ্যে দীপ্তির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল নাকি?…তা দেখ, তোমাদের জন্যে, ভাই, আমি কতকগুলো চমৎকার ফুল এনেছি…' মণি ঘরে ঢুকে এই কথাগুলো বলছিল। অমল তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে' বলে উঠলো, 'তা মরালগ্রীবাকেই প্রথমে উপহার দাও…

মণি, দীপ্তি, অমল—সকলেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। অসিতের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে কোন কথা কইবার

আগেই দীপ্তি এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে সহানুভূতির স্বরে বললে, 'কিছু মনে ক'রো না, ভাই অসিত, হেসে ফেলেছিলুম ব'লে। চায়ের সঙ্গে একটু রসিকতার আমোদও না হয় করাই গেল···তা ছাড়া মণির হাত থেকে প্রথমে ফুলের উপহার পাওয়াটা তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়···'

অমল একটু মুচকে হাসলে, 'তাই নাকি, দীপ্তি···হিংসে হ'চ্ছে ?'···কথাটায় দীপ্তির মনের ভেতরে হঠাৎ কেমন একটা ভাব এসে গেল···

আবার একটা হাসির রোল উঠ্‌ল···দীপ্তিও হাসলে, কিন্তু কি ভেবে, তা' ঠিক বোঝা গেল না।

* *

ঘড়িতে তখন ছটা বেজেছে মাত্র, অমল আর অসিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাড়ী যাবার জন্যে। একবার দীপ্তির দিকে চেয়ে অমল বললে, 'তাহলে, দীপ্তি, আমি যা' বল্লুম—একটা লেকচারের মত notes তৈরী করে রেখো, দিন চারেকের ভেতর, কেন না বাকী আর দিন আষ্টেক মাত্র...চল্লুম তবে—'

তারা চলে গেল, মণি এগিয়ে দিতে গেল ফটক পর্য্যন্ত··· দীপ্তি ঘরে একাই বসে ভাবছিল···একটা নতুন জীবনের কল্পনা তার মনের আশে পাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল···

সাম্‌নের খোলা জানালা দিয়ে দীপ্তি একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে আছে…সাঁঝের অস্পষ্টতা সবে মাত্র চারদিকটা ছেয়ে ফেলবার জোগাড় করছিল…দূরে শূন্যের পথে দুখানা আধ-কাল আধ-রঙীন মেঘ ধীরে ধীরে এসে পরস্পরকে চুম্বন করলে, তারপর এক হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে চললো অসীমের পথে…অলক্ষিতে দীপ্তির প্রাণটা কেঁপে উঠ্‌লো। দীপ্তি তখনও চেয়ে আছে…মেঘখানা তার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে…যেন হাস্‌ছে মহানন্দে…

মণি যখন ফিরে এল, দেখলে দীপ্তি স্থির উদাস দৃষ্টিতে দূরের পথে চেয়ে…মণি চুপ করে খানিক দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে আবেগভরে দীপ্তির গলাটা জড়িয়ে ধরে ডাক্‌লে, 'দীপ্তি! কি ভাবছ, ভাই? বলবে না লক্ষ্মীটি?'

দীপ্তিকে আজ কিসের মোহে পেয়ে বসেছিল। আনন্দের আবেশে দীপ্তি উত্তর দিলে, 'দেখছ না, মণি, কি সুন্দর ঐ মেঘখানা উড়ে যাচ্ছে! ছিল আলাদা, এল দুদিক থেকে…তারপর পরস্পরে বিভোর হয়ে...আপনহারা হয়ে, নেচে নেচে ভেসে যাচ্ছে। মানুষকে কখনও মানুষের সঙ্গে এমন আত্মহারা হয়ে মিশতে দেখেছ, মণি? কেন বলতো? এমনই কি অসম্ভব জিনিষ সেটা? কি বাধা দেয়, বলতে পার?'

দীপ্তি চুপ করলে। মণি তার সহজ সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে রইল···দুজনেই যেন দুজনের মধ্যে একটা নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েও পাচ্ছে না...

কাল একখানা মেঘ ছুটে এসে ঠিক জানলাটার সামনে থেমে পড়লো, আলো অন্ধকারের অস্পষ্টতা মিলিয়ে যাওয়ায় ঘরটা আঁধারে ভরে গেল।

নীরব নিস্তব্ধ আঁধারের মাঝে দুটো চোখ আর দুটো চোখকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

• •
•

পাঁচ

রাতের ক'লকাতা···দোকান-পাট সব আলোয় ঝলমল করছে···আলো-অন্ধকার-মেশান রাস্তা দিয়ে বাস, ট্রাম, মোটর সশব্দে ছুটে চলেছে। তাদের আলোর চকমকানি—ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলছিল যারা, তাদের মুখের ওপর প'ড়ে, শুধু যে তাদেরই চমকে দিচ্ছিল তা নয়, অপরের দৃষ্টিও তাদের ওপর টেনে আনার সহায়তা করছিল···

চারদিকের আবহাওয়া যখন এই রকম···দীপ্তি ওমনি দুজনে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে গল্প করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।...ছেলেবেলায় কে কি রকম করে কাটিয়েছে, তখন কার কি ভাল লাগতো, সেই পরের বাগানে চুরি করে ফল

পেড়ে খেতে যাওয়ার কথা, ফুটবল খেলায় মারামারি, তারপর দেশের কাজ করবার উদ্দেশ্যে গ্রামে দীপ্তি 'সেবা-সমিতি'তে কি রকম কাজ করে, কি রকম তাকে লোকে ভালবাসে...তারপর নিজেদের গল্প···কেমন করে দীপ্তির সঙ্গে মণির আলাপ হোল... দীপ্তি কতদিন থেকে তাকে মনে মনে ভালবেসেছে কিন্তু পায় নি...এই সমস্ত কথা কইতে কইতে, বেশ একটা স্বচ্ছন্দ আমোদে তারা হাঁটছিল।

পাশ দিয়ে একখানা মোটর আস্তে আস্তে চলে গেল। মণি হাঁ করে গাড়ীটার দিকে চাইলে···গাড়ীতে একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। ছেলেটী হেসে মণির উদ্দেশে নমস্কার কর্‌লে, মণি যন্ত্রচালিতের মত প্রতিনমস্কার করলে। ছেলেটি আর কেউ নয়— অমল, কিন্তু পাশের মেয়েটী ?···মণি তাকে দেখেই চম্‌কে গিছল।

'ট্রামে এই মেয়েটীকেই না সে দিন দেখেছিলুম। আজও সেই মিষ্টি সহজ সুন্দর চাউনি···আমায় দেখে আবার একটু হাসলে, না, চোখের ভুল ? ও কি আর মনে রেখেছে ? হঠাৎ অমলের সঙ্গেই বা কিসের আলাপ ? বুঝ্‌তে পারছি না তো'......... মণি এই সব ভাব্‌ছিল।

মণির হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন দীপ্তির চোখ এড়াল না। দীপ্তি জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'কি, মণি, হঠাৎ কি ভাব্‌তে বসে গেলে ?...... আচ্ছা, অমলের সঙ্গে ও মেয়েটী কে হে ?'

মণি বল্‌লে, 'সেইটেই তো ভাবছি। তবে বলি শোন, মেয়েটিকে সে দিন ট্রামে দেখেছিলুম, বসেছিল ঠিক আমারই সাম্‌নে। সে দিন এমন চোখের নেশাই বল আর যাই বল এসেছিল যে, মেয়েটীর মুখের দিকে এতক্ষণ ধরে চেয়েছিলুম যে শেষটায় আমি ভারী লজ্জিত হয়ে পড়ি আর ট্রাম থেকে তাড়াতাড়ি নেমে যাই। লাভের মধ্যে হল কি, আমার এক আগেকার 'বন্ধু'র একখানি নতুন-পাওয়া চিঠি আর সে, যে মাসিকের সম্পাদক সেই মাসিক একখানা, ভুলে সেইখানেই ফেলে গিছলুম...মেয়েটী যেন আজ আমায় দেখে একটু হাসলে, কেন বুঝ্‌ছি না, কি রকম সব মনে হ'চ্ছে···'

মণির কথাগুলোর ভেতর 'বন্ধু' কথাটাই দীপ্তির কানে বেশী ক'রে এসে বাজ্‌লো···'বন্ধু' ? সে কে ?···

মণিকে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'মণি, আগেকার 'বন্ধু' বলছিলে না? তিনি কে, শুন্‌তে পারি?...দীপ্তির কথায় একটা মিনতির সুর। মণি এ সুরের অর্থ বুঝ্‌লে, দীপ্তির গলাটা আরও আগ্রহের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বল্লে, 'শোন, ভাই দীপ্তি! যে ছেলেটীর কথা জিজ্ঞেস করছো, তার নাম ছিল নির্ম্মল, পড়তো আমার চেয়ে এক ক্লাশ উঁচুতে, অর্থাৎ তোমাদেরই সঙ্গে বটে, তবে সায়েন্সে। ছেলেটীর taste কিন্তু Arts-এর দিকেই ছিল বেশী। মাসিকপত্র প্রভৃতি চালাবার খুব চমৎকার তার একটা ক্ষমতা,

আর যাকে বলে knack, তাই ছিল। সে কথা পরে তোমায় বল্‌বো। ছেলেটী আমায় ভারি ভালবাসতো, কিন্তু কোনদিনের জন্যে আমি তাকে তার বিন্দু মাত্র প্রতিদান দিতে পারিনি, তার চেষ্টাও করিনি...তারপর সে হঠাৎ দূরে কাশীতে গিয়ে একখানা মাসিকপত্রের ভার নেয়...সে অনেক কথা। যাক্‌, যখন চলে গেল, তখন আমি বুঝ্‌লুম ছেলেটী আমায় কত ভালবাসতো! দিন যতই চলে যায়, ততই মন আবার আমার আগেকার মত হয়ে এল, ছেলেটীর চিঠি আস্‌তো প্রায়ই···উত্তরও দিতুম গোড়ায়-গোড়ায় ঠিক সময়ে, তারপর ক্রমেই বেশী দেরী হ'তে থাকে, তারপর সব বন্ধ. ছেলেটী কিন্তু কখনও চিঠি লেখা বন্ধ দেয় না···সে যেন কেবল তার দিক থেকে ভালবাসা বিলিয়েই যেতে চায়, তার আধার নিশ্চয় অনন্ত, অসীম......না দীপ্তি!' মণির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেও গড়িয়ে পড়লো না, দীপ্তি রাস্তার আলোয় তার চোখের ওপর দুটো মুক্তোকে টল্‌মল্‌ করে ভাস্‌তে দেখলে।···

মণি আবার বল্‌লে, 'ঋণী হয়েই এইভাবে চলে আসছিলুম, তারপর তুমি এসে মনটাকে ঘুরিয়ে দিলে। পুরাণো কথা আবার নতুন হয়ে জেগে উঠ্‌লো, ঠিক করলুম এবার থেকে পুরো শোধ না দিতে পারি, কিছু দেবার—যা আমার সামর্থ্যে আছে—তার চেষ্টা কর্‌বো। এই দেবার যে কী আমোদ, কী আনন্দ তা

এতদিন বুঝিনি, দীপ্তি! এত বড় একটা সুখ জীবন থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছিল। আজ আমি তোমাকে চাই, দীপ্তি, সম্পূর্ণভাবে নিজের করে নিতে চাই। তুমি অমত ক'রো না, ভাই, জীবনে একবার ঠকেছি, আর ঠকৃতে চাই না...আজ থেকে তুমিই আমার 'বন্ধু' দীপ্তি।···বল, স্বীকার করছো...' মণি চুপ করলে ···দীপ্তির হাতখানা তখন তার মুঠোর মধ্যে, তারা চলেছে গঙ্গার ধারের রাস্তার ওপর দিয়ে···ছুজনেই নিস্তব্ধ, নীরব—

দূরে কারখানার উঁচু চিমনীগুলো তখন কালো দৈত্যের মত আকাশের দেউড়ীতে পাহারা দিচ্ছে, জাহাজের গায়ের আলোগুলো জলের ওপর পড়ে চক্‌মক্‌ করছে, মাঝিগুলো সমস্ত দিনের কাজের পর সুর করে ভাটিয়াল গান ধরেছে, আর পাশে রাস্তার ওপর আলাপমগ্ন তরুণতরুণীদের নিয়ে বড় বড় সুসজ্জিত মোটরগুলো নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে···মণি ও দীপ্তির চোখের ওপর দিয়ে ছবির মত এই সব দৃশ্যরাজি ভেসে যাচ্ছিল। একটা দমকা হাওয়া এসে দীপ্তির লম্বা লম্বা কেশদাম এলোমেলো ক'রে উড়িয়ে দিলে···সামনের দিকের রেশমের মত এক গোছা চুল মণির এক পাশের কপালের ওপর দিয়ে উড়ে ফুর ফুর করে তার গালের ওপর গিয়ে পড়লো। মণির শিরায় শিরায় মনমাতান স্নিগ্ধ একটা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল···ধীরে ধীরে চুলগুলো সরিয়ে দেবার ছলে মণি দীপ্তির

সেই কোমল সুন্দর নিবিড় কেশরাশির ভেতর আঙুল চালাতে লাগল···তারা এবার ঠিক গঙ্গার ধারেই একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে বস্‌লো...

দীপ্তি এবার কথা বল্‌লে—'বন্ধু, আজ এই জায়গা কি মিষ্টি লাগছে, অস্পষ্ট জোছনার আলো আজ স্বপ্নে দেখা রাজ্যের মত চারদিকটাকে কেমন ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছে, না মণি ?'...

ঘুমে-জাগরণে-মেশা স্বপ্নের নেশায় মণি তখন মশগুল... কল্পনার রঙীন তুলি তখন তার মনে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছিল;··তার আকুল প্রাণ আজ কি ভিক্ষা চাইছে কে জানে ? ···দীপ্তির কথা তার মনের ভেতরটাকে আরও তোলপাড় করে দিলে, সে শুধু দীপ্তির কালো চুলের রাশির মাঝে ফুলের মত বিকচ সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়েছিল...

দীপ্তি মণিকে নিজের বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে টেনে নিয়ে বল্লে, 'বন্ধু, তুমি আজ এত ভাবছ, কেন ? আমায় তোমার মনের কথা বল না, ভাই ! আচ্ছা, একটা গান শুনবে, মণি ?'

'শুনবো, গাও'

*　　　　*

দীপ্তি গাইতে লাগলো, মণি তার কোলের ওপর মাথা রেখে

জ্যোৎস্নার আলোয় ভাসা, সোনালি তারার চুম্‌কি-বসান আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের ওপর দিয়ে গানের সুর নাচ্‌তে নাচতে ভেসে চললো সুদূরের দিকে—

"আমায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কে,
কোথায় লুকিয়ে থাকে সে?
জাগল দেখি দক্ষিণ হাওয়া
কোন ক্ষ্যাপামির নেশায় পাওয়া
পাগলামিতে ভরিয়ে গেল সে!
আমায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কে?
পাগল-সাগর-নীর
সেই ক্ষ্যাপামি পা ফেলে যায়—
রইতে নারি' স্থির।
চল্‌রে সোজা
ফেল্‌রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা—
চলার বেগে পায়ের তলায়
পথ যে জেগেছে।
আমায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কে,
কোথায় লুকিয়ে থাকে সে?"

গান শেষ হয়ে গেল। দীপ্তি দেখলে মণি একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে। সুরের রেশ, মিলিয়ে গিয়েও নতুন ক'রে একটা আনন্দের মূর্চ্ছনা দীপ্তির প্রাণে জাগিয়ে তুললে। মণির হাত দুখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আস্তে চাপ দিয়ে দীপ্তি বললে, 'তবে আজ ফেরা যাক্, বন্ধু! শেষে আবার কালীঘাটের বাস পাওয়া যাবে না।'

তারা উঠলো। মণি আবেগভরে দীপ্তির গলা জড়িয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বললে, 'আর আমার কথার উত্তর? আজ থেকে তাহ'লে স্বীকার করলে, তুমি আমায় ভুলবে না?'

দীপ্তি একটু হাসল মাত্র। পরক্ষণেই কিসের মোহ ও উন্মাদনা যে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তা তারাই জানে।

দীপ্তি ডাক্‌লে, 'মণি!'

বন্ধুর মুখের ওপর চোখ রেখে মণি বল্‌লে 'কি দীপ্তি?'

...'তবে তাই-ই হোক, মণি, আজ থেকে আমরা নিজেদের গণ্ডি ঠিক করে নিলুম যে পরস্পরের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তুল্‌বো, কেমন?'

'তাই-ই হ'বে, দীপ্তি। আমি চাই তোমার চোখের সামনে থাকতে, আর আমার চোখের ওপর ভাস্‌বে তোমার মুখখানি। পৃথিবীর যা-কিছু দুঃখ শোক, যা কিছু বাধা বিপত্তি আমরা দূরে ঠেলে ফেলবো, সমাজ সংস্কার লোকমতকে উপেক্ষা করে...

দুজনে একবার পরস্পরের দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাইলে···চারদিক থেকে কিসের একটা আবেশ বিহ্বলতা আজ তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল...মণি দীপ্তির গলা জড়িয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার কোমল গণ্ডে একটা চুমো দিয়ে দিলে...

'দুষ্টুমি!'—বলে দীপ্তি ফিরে মণিকে চুম্বন করলে। নিজেদের পাগলামি আর ছেলেমানুষি দেখে তারা এবার নিজেরাই হেসে ফেললে···

অন্তরীক্ষ থেকে অদৃষ্টও যে সেদিন পরিহাসের হাসি হাসতে ছাড়ে নি, সেটাও পরে জানা গিছল—

• •
•

ছয়

দিন-তিনেক পরে একদিন বিকেলে অমল এসে হোষ্টেলে মণির ঘরে ঢুকলো। খাটের ওপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় মণি তখন The Revolt of Youth বলে একখানা বই পড়ছে, দীপ্তি তার বুকের ওপর মাথা রেখে একমনে শুনছে।

অমল চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে রইল···দীপ্তি বা মণি কেউই তখনও তাকে লক্ষ্য করেনি। অমল নিজেই বলে উঠলো, 'নমস্কার মহাশয়দের, প্রেম যে দেখি দিনকের দিন বেড়েই চলেছে···ঘরে কে এল তাও লক্ষ্য করবার মন হয় না! বেশ, বেশ···'

এ ভাবে ঠাট্টা সহ্য করায় মণি তত অভ্যস্ত ছিলনা, তাই

লজ্জায় সে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। তার মনে হ'তে লাগল সে যেন সত্যিই কিছু অশোভন কাজ করে ফেলেছে। দীপ্তি কিন্তু একটু মুচকে হাসলে, তারপর বললে, 'অমল, কথাগুলো যদি আর একটু সংযত করে বলতে! তবে আমাদের নিজেদের ভেতর বলেই আমি আর বিশেষ কিছু তোমায় বললুম না।'

হো হো করে হেসে উঠে অমল বললে, 'থাক্, দাদা, আর gratis advice দিওনা, এখন যে জন্যে আমি এসেছি শোন। পরশু শনিবার আমার কুঁড়েতে মহাশয়দের tea-party-র নেমন্তন্ন রইল। ভয় নেই, এটা মাত্র in return দেওয়া হ'চ্ছে। সুতরাং আর কোন অপরিচিতের আসবার সম্ভাবনা নেই, তোমরা বেশ At Home হ'তে পারবে। আর, দীপ্তি, তোমায় ভাই, আবার অনুরোধ করে যাচ্ছি, সোমবার 'সেবা-সমিতির' Anniversary, তোমায় lecture দিতেই হ'বে। দয়া করে যা বলবে সে সম্বন্ধে কিছু notes শনিবার দিন আমায় বাড়ীতেই দেখিও। তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি ভাই, নইলে আমার মুখ আর লোককে দেখান যাবেনা। তোমার বিষয় কত লোককে আমি বলি, বল দেখি?—'

'ভারী কাজ কর! যত ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে আন। কে তোমায় বল্‌তে বলে? তবে এবার অন্ততঃ তোমার মুখরক্ষার চেষ্টাটা করা যাবে...'

'বেশ, বেশ! তোমাকে শত শত thanks দেওয়া যাচ্ছে দীপ্তি, আগে থেকেই। চল্লুম ভাই তবে, আজ বিশেষ দরকার রয়েছে · শনিবার তাহ'লে ৫টার সময় আমরা meet করছি, কেমন ?

অমল উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল।

ঝড়ের মত এসে ইয়ার্কির সঙ্গে দু'টো কাজের কথা কোন রকমে শেষ করেই অমলের হঠাৎ চলে যাওয়াটা আজ দীপ্তি ও মণি উভয়ের কাছেই একটু বিসদৃশ ঠেক্‌ল। দীপ্তি ভাবছিল, অমলকে শ্লেষাত্মক কথা বলায় চটে গেল নাকি ? মণি ভাব্‌ছিল সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।—এ ঠিক সেই মেয়েটীর জন্যে, সেদিন তাকেই মোটরে নিয়ে অমল যাচ্ছিল। নিশ্চয় তার প্রেমেই সে পড়েছে, তাই আজ-কাল এর আর দুদণ্ড কথা কইবারও অবসর নেই। দুজনেই ভুল বুঝলে, কিন্তু কেউই আর এ বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করলে না। ..

অমল চলে যাবার কিছু পরে মণি বল্লে, 'হ্যাঁ, দীপ্তি! নির্ম্মলের কথা জান্‌তে চাইছিলে না, সেদিন ? এই দেখ' নির্ম্মল সম্প্রতি আমায় যে একখানা চিঠি দিয়েছে, তার রোগশয্যা থেকে—মণি দীপ্তিকে একখানা চিঠি দেখালে, দীপ্তি পড়তে লাগলো—

ঘূর্ণীপথে

"রাত বারোটা

স্নেহের বন্ধু,

কি মিষ্টি চিঠি তোমার...তুমি যেন চিঠিখানিকে ভরে আছ! আমার পাশে তোমার স্পর্শ অনুভব করছি। তোমার গলার স্বর যেন কাণে বেজে উঠছে···। আজ তুমি কতদূরে··· যা-কিছু আমি ভালবাসি, সবই কতদূরে···তোমার স্মৃতি হঠাৎ মনে আসে—তোমার অঙ্গভঙ্গী, কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, যা আগে লক্ষ্য করিনি। জ্বর হয়েছে, এখন বিছানায় শুয়ে। যখন কোনমতে ঘুম আর আসেনা, তখন মনে কেবলই আসে তোমার কথা।···কালো ছায়ায় সামনের গাছগুলো বড় অস্পষ্ট হয়ে গেছে; দূর আকাশের বুকে একটা ছোট তারা উঁকি মেরে কি দেখ্ছে—হয় তো আমাকেই। চৌকিদারের জুতোর ঠক্ ঠক শব্দ শুধু কাণে আস্ছে। চারিদিকে শূন্যতার একটা বুকফাটা হাহাকার—এই শূন্যতার হাহাকারের মাঝেই মানুষের চিত্ত আপনা থেকেই পূরবীর করুণ সুরে 'বেলা শেষের তান' ধরে। পোড়া চোখে ঘুম আর আসেনা! শূন্য হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে ব্যর্থতার একটা অশান্ত নদী যেন অন্ধকারের মধ্যে ছল ছল করতে থাকে—হৃদয় যেন দু'হাত বাড়িয়ে কাকে আঁকড়ে ধরতে চায়...অসীমের ডাকে ছুটে যাবার জন্যে প্রাণ একেবারে

অস্থির হয়ে ওঠে ··silence and solitude, এ দুটো জিনিব যে কত সুন্দর, তা সহজে বোঝা যায় না। মাটির কাজ সবাই করতে পারে, মর্ম্মর পাথরের কাজ করা বড় শক্ত। বাক্যের যে আনন্দ তা সস্তা ও সহজ, তা ওপরে ওপরেই ভেসে বেড়ায়—তা মুহূর্ত্তে আসে, বিদ্যুতের মত মুহূর্ত্তেই আবার মিলিয়ে যায়। নীরবতার গর্ত্ত থেকে আনন্দরস সঞ্চার করা কঠিন...আর কঠিন বলেই সে আনন্দ নিবিড়, গভীর জমাট এবং স্থায়ী।' মেটার লিঙ্কের একটা ভারী সুন্দর কথা সম্প্রতি পড়লুম...Bees will not work except in darkness, thoughts will not work except in silence, virtues will not work except in secrecy'...কথাগুলো diary ছাড়া আর কোথাও স্থান পায় না, তবে তোমায় বললুম এই জন্য যে আমি এখন একা, friendless, helpless, hapless and hopeless অবস্থায় একটা অসুন্দরের সম্মুখীন হতে চলেছি। আমার এখন খানিকটা sympathyর দরকার, সেটা আমি তোমার কাছ থেকেই আশা করি বন্ধু। সার সত্যের (?) দিকে চেয়ে দেখতে জীবনে একবার চেষ্টা করবো ভেবেছি। এতে লোকমতকে ঠেলে আমায় এখন এগুতে হ'বে···কিন্তু সেটার জন্যে কতটা মনের বলের দরকার বুঝতে পারছো? আমার মধ্যে সেই spirit infuse করে দেবার সময় আমি আজ তোমার অভাব

ভীষণ ভাবে অনুভব করছি, বন্ধু তুমি যদি এখন কাছে থাকতে ?......

দীপ্তির চোখ জলে ভরে উঠলো. জিজ্ঞেস করলে, 'মণি, ছেলেটী তোমায় খুবই ভালবাসে দেখ্ছি......

.. 'ভালবাসে খুবই দীপ্তি, তবে সেটা সে চলে যাবার পরেই বুঝতে পারি। এখন শোন কি ক'রে তার সঙ্গে আলাপ হোল। কলেজের মাসিকের কর্ম্মকর্ত্তা ঠিক করা হবে, প্রত্যেক ক্লাস থেকে ভোট নিয়ে। ছেলেদের মধ্যে এইজন্যে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি আগে থেকেই হয়েছিল—একদিন হঠাৎ চারদিকে একটী ছাপান কাগজ বিলি হ'তে লাগল।—'নির্ম্মল গুপ্তকে ভোট দেবেন'—এই কথাটা কাগজের ওপর লেখা। পরের দিন আবার দেখি, আর এক রকম কাগজ বিলি হ'চ্ছে,

You Cannot Vote For
Any Other Than
NIRMAL GUPTA.

তার পরের দিন আবার আর এক রকম কাগজ, তাতে লেখা নির্ম্মল গুপ্ত কোথায় কি 'সেবা সমিতির' পরিচালক, কোন এক মাসিকের সম্পাদক, আবার দু'খানা বইও লিখেছে ইত্যাদি।

সকলেরই একটু কৌতূহল হ'ল, ছেলেটী কে জানবার জন্যে। এখন আমাদের কলেজের ভারী এক মজা হ'চ্ছে, হোষ্টেলে যে সব ছেলে থাকে তাদের একদল...যারা বাইরের ছেলেদের মতে সাধারণতঃ মত দেয় না, সুতরাং 'নির্ম্মল গুপ্তে'র বিরুদ্ধে আমাদের হোষ্টেল থেকে একজন ছেলেকে দাঁড় করান হোল। আশ্চর্য্য দীপ্তি, নির্ম্মল সব বুঝে শুঝেও গালাগাল খেতে এল, হোষ্টেলে ভোট canvass করতে এসে। পড়ুক তো পড়ুক, প্রথম দিনই আমার সামনে। আমি ছিলুম হোষ্টেলে একটু পাণ্ডাগোছের ছেলে সেই জন্যে বেশ একটা গর্ব্বের সঙ্গে বল্লুম 'মশায় আমরা এখানে সবাই এক। কেন দল ভাঙ্গিয়ে ছেলে হাত করতে এসেছেন? ওসব হবে টবে না।' ছেলেটী আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌লে, এমন ভাবে, যে আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম ··তার কথায়, হাসিতে অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল। সে আস্তে আমার কাঁধে এসে হাত দিলে তারপর মোহনভঙ্গিতে বল্লে 'ভাই, কোন ক্লাসে পড়?'···আমি তো অবাক্। আপনি ছাড়া কলেজের কোন পরিচিত ছেলেও কথা বলে না, অথচ এর মুখে প্রথম থেকেই এমন একটা আত্মীয়তার ভাব! ছেলেটী আমার সঙ্গে একেবারে আমার ঘরে এসে বসলো তারপর নিজেই চা, খাবার চেয়ে নিয়ে খেলে—সঙ্কোচের লেশমাত্র তার ব্যবহারে কি কথাবার্ত্তায় ছিল না। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছেলেটী আমার

সঙ্গে গল্প কর্‌লে···ভারী আশ্চর্য তার কথা বলার কায়দা দীপ্তি, ঘরে বিকেলবেলা আর কয়েকটী ছেলে এসেছিল সেদিন, Cinema যাবার জন্যে। কিন্তু সবাই এমনই জমে গেল এখানে, যে, সে কথা আর কারুর খেয়ালেই এল না।

ছেলেটী তারপর থেকে রোজই আসতো আমার কাছে। আমিও শেষে তার জন্যে ভোট জোগাড় কর্ত্তে লেগে গেলুম—সে জিতে গেল কিন্তু হোষ্টেলের ছেলেদের পাল্লায় পড়ে আমাকে তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে হোল। ভোটের পরদিন সকলে যখন তাকে সম্বর্দ্ধনা করছিল তখন ছেলেটী এমনই মনমরা অবস্থায় তাদের সঙ্গে কথা কইছিল যে তারা চম্‌কে গেল, আমিও ব্যাপারটা ঠিক সমঝে উঠতে পারিনি। বিকেলে সে এল অন্যদিনের চেয়ে কিছু আগে··তার মুখখানা দেখেই আমি ভড়কে গেলুম।··সেই আগেকার উজ্জ্বলতা, কমনীয়তা তো বিন্দুমাত্র ছিল না—তার বদলে সেদিন তার মুখে ফুটে উঠেছিল একটা তীব্র বেদনার চিহ্ন। সে আস্তে আস্তে আমার খাটে এসে বস্‌লো, তারপর বললে 'মণি, আমি হারতুম যদি, তাতেও আমার দুঃখ ছিল না কিন্তু তুমি শেষে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিলে···আশা করি ইচ্ছায় নয়, কি বল?'···তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। তুমি হয়তো একে ছেলে-মানুষী বল্‌বে দীপ্তি, আমিও কতকটা তখন তাই ভেবেছিলুম

বোধ হয়···মনে নেই। কিন্তু এতদিনে বুঝেছি না, এও সম্ভব, এও সত্যি। আমি তাকে শান্ত করলুম, বোঝালুম দেখ, ইচ্ছায় আমি একাজ কখনও কি কর্ত্তে পারি? অনিচ্ছায়ও করা উচিত হয় নি, আমায় মাপ করো ভাই।'

অনেকদিন কাটল এইভাবে। ছেলেটী ক্রমে আমার ঘরেই দিনের বেশী সময় কাটাতে লাগল—বাড়ীর চেয়ে। কথায় কথায় কেবলই বল্‌তো 'ভাল লাগে না ভাই কিছু, একটু মুক্তির হাওয়া উপভোগ কর্ত্তে চাই, এরকম ভাবে বইএর গাদায় আর অদ্ভুত সব বন্ধনের মধ্যে থেকে ভেতরটাকে পিষে ফেলা যায় না।' আমি ওর কথাবার্ত্তা গুলো হেঁয়ালী ভরা হ'লেও কিছু জান্‌তে চাইতুম না······ভুল করেছিলুম দীপ্তি!

...ঘরে হঠাৎ একদিন ঢুকে দেখি নির্ম্মল বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে···চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ার দাগ···আর মুখখানা ভারী শুক্‌নো···কাছে এসে বসলুম যখন, দেখলুম বিছনার একটুখানি জায়গা—ঠিক তার মুখেরই নীচটা, চোখের জলে ভিজে গেছে।

আমার মুখ দিয়ে অনেক কষ্টে মাত্র দুটী কথা বেরুল 'হঠাৎ সকালে যে?' নির্ম্মল বল্লে 'মনি, তুমি কি···না, না, কাকে ভালবাস, আমায় বলতে পার?'

আমি হেসে ফেল্লুম, শেষে ঠাট্টা ক'রে বল্লুম ভাল, কাউকে

বাসিনি নির্ম্মল...তবে ভাল লাগে কয়েকটা জিনিষ যেমন, নদীর ধারে বেড়াতে, তোমার সঙ্গে গল্প করতে, Douglas Fairbank's এর বায়স্কোপ দেখতে—এই সব।

স্থির দৃষ্টিতে সে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তারপর আমার হাতদুটী ধরে বললে, 'মনি, বহুদিন তোমার এখানে এসেছি গল্প করেছি, বিরক্ত করেছি...সুতরাং যতই কঠিন হও না, মনে একটু ছাপ পড়েছেই। দয়া করে সেটুকু মুছে ফেলো না। বুঝতে পাচ্ছ না কিছু, না? বুঝে এখন দরকার নেই মনি, শুধু অনুরোধটুকু রাখলেই হবে।'

...সে এবার আমার কাছে এসে বসলো—একটা ম্লান হাসি তার ঠোঁটে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। তারপর কি হোল জান দীপ্তি! ছেলেটীর ম্লান মধুর মুখখানা দেখলুম ঠিক আমার সামনে...তার হাতের নরম আঙুলের স্পর্শ আমার চুলের ভেতর দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে একটা চমৎকার উত্তেজনা বইয়ে দিচ্ছিল... সে আবেগ ভরে আমার দু'গালে দুটো চুমো দিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমি শিউরে উঠলুম সমস্ত শরীর আমার ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল—নিজের বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ পর্য্যন্ত আমার কাণে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আমি ভাবতে লাগলুম, এ কি! আমার দেহে মনে একটা পরিবর্ত্তন আনিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। সেইদিন

থেকে সন্ধ্যার আলো ভারী করুণ লাগতে আরম্ভ করল। বিছনায় সেদিন মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম, কেবলই মনে হাচ্ছল,—একবার কেন বল্লুম না, তোমায় বড় ভাল লেগেছিল, তোমাকেই ভালবাসি …মিথ্যা যে হোত না, তা তখনই বুঝেছিলুম……

তারপর থেকে কেবলই ভাবি, এই কি ভালবাসা ?...চোখের জল, মনের ছট্‌ফটানি আর হৃদয়ের নৈরাশ্য...না আর কিছু অতি সুন্দর এরই পর্দ্দার আড়ালে লুকোন আছে ?' মণি চুপ করলে ...তার উদাসভরা দৃষ্টি উত্তরের জন্য দীপ্তির মুখখানার ওপর স্থির-ভাবে রইল চেয়ে। দীপ্তিও মনিকে লক্ষ্য কর্চ্ছিল একমনে—নির্ব্বাক নিঃশ্চল অবস্থায়…ভাবছিল আগুণে যে শুধু সে নিজেই পড়েছে তা নয়, তার ঝাঁজ আগে থেকেই একে ঝল্‌সে দিতে সুরু করেছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনি আবার বল্লে 'সে চলে গেল সত্যি দীপ্তি, কিন্তু ভুল্‌সে না, ভুল্‌তে দিলেও না। তাড়াতাড়িতে সে দু'একটা জিনিষও আমার কাছে ফেলে রেখে গিছল…তোমায় দেখাব কাল, তার মনের আরও কিছু আভাষ তাতে পাবে। থাক্, ও সব কথা ভাই! আর ভাল লাগে না…নাও চা দিয়েছে খাও।'

দুজনেই চুপ…কেউ আর কোন কথা কইলে না।

●

● ●

সাত

শনিবার দিন বেলা তখন চারটে, দীপ্তি এসে মনির ঘরে ঢুক্‌লো, দেখলে কেউ নেই। একটু এগিয়েই অসিতের ঘর, সেখানে গিয়ে দীপ্তি জিজ্ঞাসা কল্লে অসিত, মণি কোথায় গেছে জান?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে গেছে, সে যতক্ষণ না আসে তুমি যেন ঘরেই থাক। কোথায় গেল তা কিছু বলে যায়নি—

প্রায় সাড়ে চারটের সময় মণি ব্যস্তভাবে ঘরে এল, বল্লে চল দীপ্তি, আজ বোধ হয় অমলের বাড়ী যেতে দেরীই বা হয়, ভারী ঠাট্টা করবে কিন্তু তাহ'লে unpunctual ব'লে……

'আচ্ছা যাওয়া না হয় হচ্ছে। এখন গিছ্‌লে কোথায় এবং কি কর্ত্তে বল দেখি, শুনি'—

—'সব কথা পরে হবে। এখন চল, বলে মণি দীপ্তির হাত ধরে টেনে, তাকে রাস্তায় নিয়ে এসে হাজির করলে। ট্রামে উঠে মণি বল্‌তে সুরু করলে—দেখ, দীপ্তি, ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠ্‌ছে। দেবীপ্রসাদ সরকার আজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল, তুমি তার সঙ্গে আর দেখা ক'রো না কেন বলে। ৩রা ফেব্রুয়ারী কলেজে হরতাল কর্ত্তে হবে···তুমি না হ'লে তো হবে না, দেবী তাই কাল তোমায় আমার সঙ্গে চারটের সময় গিয়ে কার্জ্জন পার্কে দেখা করতে বলেছে। হীরেন বিশ্বাস, সুরেশ গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই থাক্‌বে। তোমাকে কতকগুলো ভয়ানক কাজ কর্ত্তে হবে, যেমন লুকিয়ে রকম বিরকমের কাগজ ছেপে সমস্ত কলেজে বিলি করার বন্দোবস্ত করা। একবারতো সেই প্রফেসারের সঙ্গে ঝগড়া করার সময় ঐ ধাঁজের কাণ্ড করেছিলে, তাই ওরা মজা পেয়ে গেছে। আমি জানি, দীপ্তি, তুমি ভয় পাবার ছেলে নও—কিন্তু কেন মিছিমিছি এসব গোলমালে যাবে? তবে তুমি যাই করো, আমি তোমার সঙ্গেই থাক্‌বো সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

দীপ্তি একটু হাসলে মাত্র—তারা তখন অমলের বাড়ীর সাম্‌নে এসে পড়েছে...

সোজা ওপরে উঠে গিয়ে অমলের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকেই তারা দেখ্‌লে অমল আর সেই মেয়েটী হেসে হেসে গল্প কর্‌ছে। মেয়েটীকে দেখেই মণি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো...অমল তাদের এগিয়ে গিয়ে সম্বর্দ্ধনা কর্‌লে 'এই যে, ওঃ আজ তোমরা ঠিক punctual timeএ এসেছ সবে পাঁচটা বেজে দু'মিনিট। এটা নিশ্চয়ই দীপ্তির গুনে, কি বল মণি ?

মণি কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখ থেকে একটীও কথা ফুট্‌ল না। দীপ্তি, মণির অবস্থাটা এক মুহূর্ত্তেই বুঝে ফেলেছিল...উত্তরটা সেই দিলে, 'না হে অমল, মণিই তাড়া দিয়ে নিয়ে আসে আমায়, নইলে হয়তো দেরী হোতো'...

—'ব'সো হে ব'সো। তারপরে, মণি! হঠাৎ আজ গম্ভীর হয়ে গেলে যে, ঘরে তো অজানা অচেনা কেউ নেই। আছে কি ?' দীপালিকে দেখিয়ে অমল আবার বল্লে 'এর নাম দীপালি, এ হ'চ্ছে আমার ছোট বোন—এখন First classএ পড়ছে Victoria Institutionএ, তুমি নিশ্চয় একে চেন, অন্ততঃ এ তোমায় চেনে, নির্ম্মলের লেখা একখানা তোমার নামে চিঠি আমি সেদিন হঠাৎ এর বইয়ের ভেতর দেখলুম, বল্লুম কোত্থেকে চুরি করিছিস বল্‌, নয়তো এখুনই আমাদের মণিবাবুকে খবর দোব, তা কিছুতেই দিলে না—বলে কি না 'তোমার মণিবাবু চাইলে পাবেন, আমি যে কুড়িয়ে রেখেছি

এইই যথেষ্ট।' এমন একগুঁয়ে মেয়ে বাবা, পারবার যো নেই এর সঙ্গে...

সুন্দর ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে, একটু কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে দীপালি বল্লে, 'না মণিবাবু, শুন্‌বেন না দাদার কথা, সব বাজে—কেবল দুষ্টুমী; চিঠিখানি হাত করে এক বদমাইসী মতলব কর্ত্তে যাচ্ছিলেন, তাই আমি দিই নি, সত্যি বল্‌ছি মণিবাবু!'

গায়ে বেগুনী রঙের বডিস, একখানা খদ্দরের শাড়ী পরা, পায়ে বর্ম্মার চটী—এই ছিল দীপালির বেশ। তার ওপর তার সহজ সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানি, ঘাড়ের ওপর একরাশ হাত ফিরিয়ে বাঁধা কাল চুলের গোছা, তার দেহের অনুপম গঠনভঙ্গীমা মণিও দীপ্তি দুজনকেই মুগ্ধ করে দিয়েছিল। দীপালির মিষ্টি কথাগুলির রেশ সুরের মত মণির কাণে বাজছিল।

দীপালি আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে 'দীপ্তিময়বাবু। মণিবাবুর বন্ধু কিন্তু ভারী চমৎকার লিখ্‌তে পাবেন আপনি যে রকম সুন্দর বক্তৃতা দেন আর আপনার যে রকম পড়াশোনা আছে দাদার কাছে শুনি, তাতে আপনিও তো লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে বেশ নাম কর্‌তে পারেন? কি বলেন মণিবাবু?'

দীপ্তি সহজভাবেই দীপালির কথার উত্তর দিলে। বল্লে, 'দীপালি দেবী, এ পর্য্যন্ত তো কখনও লেখার অভ্যেস রাখিনি, গল্প আড্ডায়ই কাটিয়েছি, তবে চেষ্টা করলে আর না হয় কি!

—তাই একটু করুনই না! আর আপনি তো শুনি খুব ভাবুক গোছের লোক, পরের বই থেকে পরের ভাবা জিনিষগুলো না হজম করে নিজের মনের স্বাধীনভাব কিছু পরকে দিতে চেষ্টা করলে কেমন হয়? আর আমরাও গর্ব্ব করতে পারবো লোকের কাছে যে আমাদের দীপ্তিময় বাবুর লেখা...

দীপালির ফোটা ফুলের মত মুখখানির ওপর দিয়ে হাসির বিলাস খেলে গেল।

'দীপালি, তুই তাহলে এদের সঙ্গে গল্প কর্, আমি আস্ছি' ব'লে অমল বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে কথা কইতে মণিকে জীবনে হয়নি—সে সুযোগও তার ঘটেনি। বাড়ীতে মা, বোন, পিসি তাদের সঙ্গে খাবার সময় বড় জোর দু'চারটে কথা সে কয়েছে কিন্তু বসে খানিক গল্পগুজব সে করেনি...সুতরাং ঘরের বাইরের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ যে কি ক'রে করতে হয় আর তা সম্ভব কি না সেটা স্বপ্নেও তার ভেবে দেখবার অবসর হয় নি। কিন্তু তবুও এই যে একটা নতুন আবহাওয়া...সুন্দরী তরুণীর মিষ্টি মধুর গলার সুরে, চোখের চাউনিতে, দেহের সৌরভে ভরা ঘরের মধ্যে বসে থাকা···এটা কেমন যেন বেশ মনমাতান প্রাণমাতান বলেই মণির মনে হচ্ছিল।

চাকর চা নিয়ে এল, অমল সঙ্গে···মণির মুখখানার দিকে

চেয়েই অমল বেশ বুঝে নিলে, যে কি একটা সঙ্কোচ বা ভাবনা আজ মণিকে বেঁধে রেখেছে, মুক্ত হ'তে দিচ্ছে না। অমল তাকে একটু হাসাবার জন্যে বল্‌লে 'কি মণি ! হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে পড়লে যে, নির্ম্মলের আর কোন চিঠি বুঝি আজ আবার ট্রামে ফেলে এসেছ ? দীপ্তি ! ওর সাম্‌নে কে বসেছিল বলতো ?'
—ইঙ্গিতটা বুঝে নিতে কারুরই কষ্ট হোল না লজ্জায় মণির চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠলো, সে আর দীপালির দিকে চাইতে পাল্লে না। মুহুর্ত্তের জন্যে দীপালির মুখখানাও রাঙা হয়ে উঠেছিল,…'দাদা যেন কী'…কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিলে। মণির উদ্দেশ্যে দীপালি বললে 'সত্যি মণিবাবু, আপনি দেখছি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, সেদিন ট্রামেও ঠিক এই ভাব, আজ এখানেও তাই, হাসি বুঝি আপনার পায় না…

—খুব পায়। মণিবাবু ভারী সুন্দর হাসতে পারেন তবে সব সময়ে নয়, দেখতে চান ?—বলে দীপ্তি নিজেই হেসে উঠলো।

মণি দেখলে, না ব্যাপারটা সত্যিই বিশ্রী হয়ে উঠেছে, এরকম যে হ'বে তা সে মনে করেনি। অতি কষ্টে সে বল্লে 'নাঃ, এই আপনারা সব গল্পগুজব কচ্ছিলেন, আমি বেশ শুনছিলাম, বিরক্ত করে তো লাভ নেই'।

দীপ্তি, অমল দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠলো 'আহা, সাধু

সাধু!—নাও আপাততঃ চা'টা চলুক তাহ'লে,'—ব'লে অমল নিজেই পথ দেখালে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে দীপালির, ছেলেদুটীকে ভারী ভালো লেগে গিছল। দীপ্তির সঙ্কোচহীন কথাবার্ত্তা, প্রাণখোলা হাসি আর মণির গম্ভীর অথচ সলজ্জ সঙ্কুচিত ভাব···দুটো দীপালীর মনে দুখানি আলাদা ছবি এঁকে দিয়েছিল।...আচ্ছা, ওরা আমাকে কি ভাবে নিয়েছে, ভাল লাগছে? না অন্য রকম ভাবছে...একজন যদি আরসী হয়ে দেখিয়ে দিত...দীপালি নিজের মনে কথাটা ভেবে হেসে ফেললে।

অমল জিজ্ঞাসা করলে 'হাসলি যে দীপা?—'

—এম্নি, কেন হাসতে কি বাধা আছে কোন?—

মণি এখন নিজেকে খানিকটা মিশুক দেখাবার চেষ্টায় ছিল, কারণ এরকম নিস্তব্ধ থাকা এই গল্প গুজবের ভেতর, যে বিশেষ শোভনীয় নয়, সেটা সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিল,—তাই বলে ফেল্লে 'এমনি কি আর কেউ হাসে, দীপালি দেবী! কিছু একটা কারণ চাইই'—

—এই যে, কে বলে মণিবাবু আমাদের কথা বলতে জানেন না—বলে দীপালি আর কিছু শোনবার ইচ্ছায় মণির দিকে ফিরে চাইলে—

দলের মধ্যে পড়ে মণিরও কথা ফুটল। গল্পে, হাসিতে, ঘর

যখন বেশ জমে উঠেছে, অমলের ডাক পড়লো হঠাৎ সেবাসমিতি থেকে। কার নাকি কলেরা হয়েছে! অমল চলে গেল—

দীপালি জিজ্ঞাসা কর্লে 'আচ্ছা, দীপ্তিময়বাবু, লোকে এইসব রুগীর সাম্‌নে যেতে সাহস করে কি ক'রে বলুনতো। দাদা তো দিন নেই, রাত নেই—কোথায় কার বাড়ীতে কে মরেছে, কার অসুখ...ছুটে বেড়াচ্ছে। আপনিও তো 'সেবা সমিতি'র সভ্য। আর হ্যাঁ, বক্তৃতা তো সোমবার দেবেন—আমি যাবো, শুন্‌বো কিন্তু, দেখি কি বলেন'—

মণি ফোড়ন দিলে "দীপালি দেবী, যাবেন না সত্যি ; শেষে আপনার মুখের দিকে চেয়ে দীপ্তি হয়তো যাবে ভড়কে!"

দীপ্তি হাসলে, দীপালির লজ্জারাঙা মুখের দিকে চেয়ে। মণি মুগ্ধনয়নে দীপালির সুন্দর মুখের ওপর রঙের খেলা লক্ষ্য কচ্ছিল। মণির চাওয়ায় দীপালি সে সময় কি দেখেছিল কে জানে···তার ভিতরে বাইরে সেটা এক ব্যাকুল রোমাঞ্চের ঢেউ তুলে গেল···বুকের সমস্ত রক্ত তার আকুল আবেগে নেচে উঠল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, এক সুন্দর অঙ্গভঙ্গীতে, অযতনে-রাখা কালো কোঁকড়ান চুলের রাশ হাত ফিরিয়ে জড়িয়ে নিয়ে দীপালি বললে 'আমি আস্‌ছি এখুনই, দাদা কখন আসবে জেনে, আপনারা একটু বসুন'···মণির প্রতি অনুযোগ তিরস্কার ভরা চাউনী চেয়ে দীপালি ভেতরের দিকে গেল।

বাইরে তখন ঘনঘটা ক'রে মেঘ করেছিল। এবার বাদলের গর্জ্জন আরম্ভ হ'তে, দীপ্তি ও মণি সেটা টের পেলে · মেঘ তাদেরও মনে জমেছিল, তাতেও মাঝে মাঝে বিজলীর চমক্ ফুটে উঠছিল। তাই, দীপালি যখন ফিরে এসে খবর দিলে, দাদা এখন আর ফিরবে না, তারা তখন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো, দীপ্তি বল্লে তাহ'লে দীপালি দেবী, আজ আমরা চলি।'

দীপালি তার স্বাভাবিক মোহন ভঙ্গীতেই বললে 'মাঝে মাঝে আস্‌বেন নিশ্চয়, ভারী ভাল লাগছিল আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে।'

'আচ্ছা, চল্লুম আজ। নমস্কার'···বলে তারা বেরিয়ে পড়লো. দীপালি এল ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে। একটা অদৃশ্য সূত্রে আজ এই তিনটী তরুণ প্রাণ পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেল। তারা বিদায় নিলে একবার পরস্পরের প্রতি বর্ষার ব্যথার মত গভীর মৌণ চাওয়া চেয়ে···

● ●
●

আট

সেবা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন···এলবার্টহল লোকে লোকারণ্য, বড় বড় নেতারাও উপস্থিত। সভাপতির আসনের ঠিক নীচেই একসার চেয়ার, সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাদের জন্য আলাদা করা—দীপ্তি ও দীপালি তারই দুখানা অধিকার ক'রে গল্প কচ্ছিল। মণির অসুখ হওয়াতে হঠাৎ, সে আর আজ আসতে পারেনি।

···প্রথমেই বন্দনা গান আরম্ভ হোল। সভাপতি মহাশয় তারপর কার্য্যতালিকা দেখে পড়লেন...'সহ-সম্পাদক শ্রীমান্ দীপ্তিময় বসু তাঁর নিবেদন জানাবেন...

দীপ্তি নীরবে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে সভাপতির পাশে

দাঁড়াল, তারপর জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটী নমস্কার ক'রে বল্‌তে আরম্ভ করলে...

"সামান্য কয়েকটী কথা ব'লে আজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। কথাগুলোর দাম বিশেষ কিছু আছে কি না জানি না...তবে না বলেও থাকতে পাচ্ছি না তাই একটু কষ্ট আপনাদের দেবো।"...দীপ্তি থেমে একবার দীপালির মুখের দিকে চাইলে, দীপালি হাসলে। দীপ্তি বল্‌তে লাগল...কোথায় যেন গল্প শুনেছিলুম, কি আমারই মাথায় ছিল হয়তো, একদিন হঠাৎ মনে পড়লো একটা মজার দেশের কথা...দেশটার চারদিকে—চারদিকে নাকি একটা গণ্ডী দেওয়া...এমনি ভাবে, যে,—সেই গণ্ডীর ভেতরে যেই ঢুকতো, সেই যেন কেমন বোবা হয়ে যেত, তাদের মুখে হাসি তো কোন কালে দেখা যেতই না, বরং মনে হোত ভেতর থেকে কিছু যেন বেরুবার চেষ্টা ক'রেও, বেরুতে না পেরে মুখখানাকে ফ্যাকাশে ক'রে দিচ্ছে। সত্যি বলছি দেখলে ভয় হয়। বেশ কিন্তু খুঁজে দেখলে, সেখানে এমন কতকগুলো লোককে পাওয়া যায় যারা নাকি কথা কইতে পারে—কিন্তু কইবে না, যদি কেউ তাদের কথা কওয়াবার চেষ্টা করে, তো হয় তারা ফেলে কেঁদে, নয়তো যারা চেষ্টা করছে তাদের দেয় থামিয়ে।

স্বপ্নের মত এই আজবপুরীর কাহিনী হঠাৎ একদিন আমার

মনে এল। চোখটা খু-উব ভাল ক'রে মুছে চারিদিক দেখতে লাগলুম···দেখলুম,···না, স্বপ্ন তো নয়, সত্যি--আবার এমনি আশ্চর্য্য যে, দেখি নিজেও তাদের মধ্যে একজন। চমকটা যখন গেল ভেঙ্গে ; ভাবতে লাগলুম, কেন এমন হোল। কে সেদিন আমায় বড্ড বেশী sentimental বলে উপহাস করেছিল··· তারই লক্ষণ না কি। তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি··· মানুষের উপকরণই হ'চ্ছে sentiment আর reason। sentimentএর প্রেরণায় মানুষ অনেক কিছু কাজ করেছে reason করে কাজে নামা সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না, আর নামলেও sentimentএর প্রেরণায় যতটা এগোন যায় এতে ততটা যায় না। Reason বা তর্ক করে কোন জিনিষকে যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখতে যান, তো সে ভাঙ্গার আর শেষ হ'বে না। শেষে সমস্তটাই এসে পড়বে এমন অবস্থায়, যেখানে আপনাকে থেমে পড়তে হবে। Sentimentএর এ সব বালাই নেই। এক পূজনীয় গুরুজনই বলি বা বন্ধুই বলি এক সময়ে আমায় বলেছিলেন, serious হ'তে চেষ্টা করো, sentimentএর দিক দিকে যেও না। Serious হওয়ার খুব একটা গুণ আছে স্বীকার করি কিন্তু sentimentকে পিষে ফেলে দেওয়াটা সম্পূর্ণ মূর্খতা। এই সমিতির দিক থেকেই যদি ধরেন—কয়েকটী দুঃখী লোকে যাতে আর একটু স্বচ্ছন্দে খেতে পরতে পারে এই আমাদের

চেষ্টা। আজকালকার দিনে লোকে যখন সময়ের দামটা বড্ড বেশী মনে করে—কাজে যদিও ততটা নয়··তখন এক মুঠো চাল ভিক্ষের জন্যে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে কয়েক ঘণ্টা করে সময় নষ্ট করা তাও সাধারণতঃ ছাত্রদের পক্ষে নিশ্চয় সামান্য নয়। তর্কের দিক থেকে আরও বলা যায় যে আমরা যাদের সাহায্য কর্চ্ছি, তাদের অনেকই হয়তো আমাদের সাহায্য না পেলেও কোন রকমে চালাতোই···এই দুঃখী দেশের লক্ষ লক্ষ ভিখারী যে করে চালাচ্ছে···তবে এ ভূতের ব্যাগারের কি দরকার! কতকগুলী বড্ড বেশী reasonable লোক বল্‌বেন হয়তো, ছেলেদের তো একটা হুযুগে মাতা চাই। দু' একজন হয়তো বা হতাশভাবে বল্‌বেন, যাক্‌, ফক্কুড়ি ক'রে বেড়ান'র চেয়ে এ ভাল। বড় বেশী আশা যদি কেউ দেন তো···দু'মুঠো চাল ফেলে দেবেন।···দীপ্তি থেমে আর একবার দীপালির মুখের দিকে চাইলে। একটা গর্ব্বের দীপ্তিতে দীপালির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল···জনতার ভেতর থেকে কয়েকজন চীৎকার করে উঠ্‌লো 'ঠিক, ঠিক, ছোকরা বেশ বলছে হে.........'

দীপ্তি আবার আরম্ভ করলে...“আর একটু যদি বিস্তৃতভাবে দেখতে চান, এই ধরুন এখনকার দেশের অবস্থা—চারদিকেই রব স্বরাজ চাই···আমাদের জন্মগত অধিকার...ট্রেনে সাহেব বাঙ্গালীর পার্থক্য থাক্‌বেনা...ইত্যাদি। তর্কের দিক দিয়ে

যদি এখানেও দেখা যায়, তো আমরা কি পাই! যাই লোকে বলুক না কেন, সকলেই নিশ্চয় আশা করেন যে এসব হ'লে আমাদের সুখ শান্তি নিশ্চয়ই বাড়বে, আত্মসম্মান থাকবে, জগতের সাম্‌নে মানুষ বলে দাঁড়াবার ক্ষমতা হবে···এই সব। কিন্তু এখানে আমি আপনাদের একটা কথা বল্‌তে চাই যে, যদি সত্যের দিক দিয়ে, বাস্তবের দিক দিয়ে দেখেন তো দেখ্‌বেন—এতে আরও অসুখ অশান্তিকে বরণ করে নিতে হবে··· পদে পদে বাধা চিন্তায় জর্জ্জরিত হ'তে হবে—সুখ ব'লে যে জিনিষ, তার আশায় আকুল হওয়া কোনও দিনই সম্ভব হবে না। মনে করছেন, আমি এ সবের বিরুদ্ধে বল্‌ছি? তা নয়, আমি কেবল দেখিয়ে দিচ্ছি, যে তর্ক বা reason করে এ সবের কুল পাওয়া দুরুহ। এখন আমার sentimentএর দিক দিয়ে দেখুন, সমস্ত সোজা হয়ে আস্‌বে। সুখ, অসুখ, শান্তি কি অশান্তি দূরে বহুদূরে ঠেলে ফেলে দিন। আমরাও যে ভগবানের সৃষ্ট জীব...'কাল' হ'লেও মানুষ, এইটেই প্রথমে ভেবে নিন। কাল বলাতে বিরক্ত হবেন হয়তো অনেকেই, কিন্তু কাল ব'লে নীচু হবার কোন কারণ নেই। এই ভারতের তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে বিশ কোটী লোক যদি কাল হয়, তাদের ভাই-বোনের নিজেদের সাদা ব'লে মনে কর্‌বার যে কি উদ্দেশ্য থাকৃতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। আজ যদি আপনি মনে ভাবেন

যে আপনার ভাই আপনার চেয়ে নীচু, তাহলে আপনি এটা কখনই আশা কর্ত্তে পারেন না যে কোন দিন আপনাদের মধ্যে মিলন হবে। সংসারের এই সামান্য একটা ব্যাপার, এইটেই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভারতের পক্ষে বিষম সমস্যা। জাতি-ভেদের ছত্রিশটা পাঁচিল তুলে আর সাদা ও কালার মধ্যে মনে একটা বিরাট হিমালয়ের সৃষ্টি ক'রে, আজ আমরা এম্নি অসহায় অবস্থায় আট্‌কা পড়ে আছি যে সমস্ত ভারতবর্ষকে আমি একটা বিরাট জেলখানা ছাড়া কিছু ভাবতে পাচ্ছি না। আজ যদি এ সমস্ত উজোড় ক'রে ভেঙ্গে ফেলে খোলা মাঠে প্রাণ খুলে নিজের ভাইবোনদের পেতে চান তো মহা মহা পণ্ডিতের বুলি বা reasoningএ তা পাবেন না—একমাত্র sentimentএর প্রেরণায়ই তা সম্ভব।'

…চারদিক থেকে বেশ বেশ রব এবং তার সঙ্গে হাততালি পড়তে লাগল। দীপ্তির দৃষ্টি আপনা হতেই দীপালির ওপর গিয়ে পড়লো। দীপালি তার দিকে একদৃষ্টে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছে… দীপ্তির শরীরের ভেতর একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে আবার আরম্ভ করলে—

'দেখুন, আমি চাই, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতির মধ্যে দিয়ে ছেলেদের মধ্যে, বুড়োদের মধ্যে বল্‌তে আমার সাহস হ'চ্ছে না—ক্ষমতার বাইরে ব'লে—একটা প্রেরণার সঞ্চার করা—যাতে, ধনী,

গরীব, উচ্চ, নীচ সকলকেই স্বচ্ছন্দে নিজের ভাই বোনের আসন দেওয়া সম্ভব হয়। আমি নিজের দিক দিয়ে যদি বলি, তাহলে বলবো আমাদের সমিতি একাজে অনেকটা সফল হয়েছে। আমি তখন সবে এই সমিতির সভ্য হয়েছি…সমিতির বড়াইও অনেকের কাছে করতুম। এতগুলো লোককে আমাদের সমিতি খেতে দেয়, ২৪ জন কলেরা রুগীকে বাঁচিয়েছে এই রকম আরো কত কি। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন এক অনাথা কালাজ্বরের রোগিনীকে দেখলুম, সর্ব্বাঙ্গ তার শুকিয়ে গেছে, কেবল পেটটী ও পা দুটীই সার হয়েছে, চারদিকে মাছির আবাস, তখন কেমন যে একটা ভয় ও ঘৃণার ভাব মনে এল, যে আমি সেখান থেকে না পালিয়ে থাকতে পারিনি। পরেই কিন্তু নিজের মনে একটা ধিক্কার এসেছিল। বুঝলুম বেশ, যে আমি এখনও সেবা সমিতির সভ্য হবার উপযুক্ত হই নি। আমি কিন্তু সেখানেই থামিনি, কিসের প্রেরণায় আমি জেগে উঠলুম, মনে ভাবলুম আজ সেবার সাহায্য টুকুই করা যাক্। সাইকেল নিয়ে খবর দিতে ছুটলুম, কিন্তু দেখি আমার আগেই কাজের প্রেমিক যারা তারা রোগিনীকে হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্চ্ছে। মনটা ভারী মুষড়ে গিয়েছিল সেদিন। কে যেন শুনলুম আমার নাম ধরে ডাকলে। শব্দটা অস্পষ্টভাবে কাণে এল, মনে হোল যেন উপহাস কর্চ্ছে, বল্‌ছে, পারলে না, ভীতু! আমি লজ্জায়, অপমানে পালিয়ে

গেলুম। বাড়ী এসে শুন্‌লুম, তারা বলাবলি করছে আমি ভয়ে পালিয়েছি। কি যে উত্তর দোব, অনেক খুঁজেও পেলুম না দোষ করেছি, মাথায় পেতে নিতে হোল।

এখন আমার সেই সব ছেলেদের কথা কথা মনে পড়ল, যারা সেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করছে। আপনারা এটা দেখ্‌বেন যে, যিনি যতই বক্তৃতা করুন, সমিতির আসল কাজ সব জায়গাতেই যারা করে, তাদের পুঁথিগত বিদ্যের দৌড় বড় বেশী নয়। হয়ত তাদের কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, ফক্কুড়ি করে, কিন্তু জানবেন তাদের মন খোলা, তাতে কপটতার লেশ নেই, পুঁথিগত শিক্ষার গণ্ডীতে প'ড়ে তাদের মন সীমাবদ্ধ হয়ে যায় নি। তারা মানুষ, মানুষের মত কাজ কর্ত্তে জানে, প্রাণ দিয়ে ভাই-বোনের সেবা করা কি তা তারা বোঝে এবং লোককে বোঝাতে পারে? কিন্তু আমরা কি? পাশ্চাত্য শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে হৃদয়ের যা শ্রেষ্ঠ গুণ, দয়া, ভালবাসা তা হারাতে বসেছি। একটা কৃত্রিম আবরণে আমরা আমাদের ঢেকে ফেল্‌ছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার যেটুকু ভাল, সেটুকু আমরা বুদ্ধিমানের মত বাদ দিয়ে যাই; আর অসারটুকু নিতেও ছাড়ি না। আমারতো বিশ্বাস, মানুষ হয়ে যদি মানুষকে নিজের ক'রে নিতে, ভালবাসতে, যত্ন কর্‌তে না শিখলুম তো মানুষ নাম নেওয়াই বৃথা...একটা ছল মাত্র। অজানা গ্রামের কোণে লুকোন এই ক্ষুদ্র সমিতি আজ আমায় এই

শিক্ষা দিয়েছে, যার ফলে ঘরে-বাইরে আজ আমি কত ভাই-বোনকে পেয়েছি, যারা আমাকে তাদের সহোদরের মতন ভালবাসে এবং আমার দিক থেকেও যারা সেটা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কম আগ্রহ দেখায় না। অতি আনন্দের সঙ্গেই আপনাদের আমি আজ জানাচ্ছি, যে জীবনে এর চেয়ে বেশী গর্ব্ব করবার জিনিষ আর আমার নেই। অনেক কথাই বলেছি, তবু অনেক বাকী রইল, তবে আর আমি আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না,—সর্ব্বশেষে যদি কেউ আমার কোন মন্তব্যে আঘাত পেয়ে থাকেন তো আমি অতি নম্রভাবেই তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

জনতার ঘন ঘন করতালির ভেতর দীপ্তি দীপালির পাশে গিয়ে বসলো।

—'ভারী সুন্দর তো বলেন আপনি! আপনার বলবার ধরণটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগছিল'—বলে' দীপালি আবার জিজ্ঞাসা করলে 'আচ্ছা, মণিবাবু এলেন না যে?'

দীপ্তি ছোট্ট একটী উত্তর দিলে 'তার জ্বর হয়েছে'..

* *

অধিবেশনের কাজ শেষ হয়ে গেল। দীপালি জোর করে দীপ্তিকে বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে গান ও গল্পগুজবে

অনেক দেরী হয়ে গেল—দীপ্তি বল্‌লে 'আর না, দীপালি দেবী, আজ যেতেই হোল। মণির সঙ্গে একবার দেখা করা চাই-ই, তার ওপর কাল জানেন তো ওরা ফেব্রুয়ারী,—একটু গোলমেলে কাজ আছে।'

অভিমানের সুরে দীপালি বললে, 'যান, ধরে রাখবার তো আর অধিকার নেই, তবে দয়া করে আস্‌বেন আবার, কেমন ?' —দীপালির চোখে মিনতি ভরা কাতর চাউনি—দীপ্তি তা' লক্ষ্য করলে, তার মনের ভেতরটা কিসের আবেগে ভরে উঠ্‌ল। দীপ্তি হঠাৎ দীপালির ফুলের মত কোমল হাত দু'খানা নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিলে…তারপর দীপালির সুন্দর মুখখানির দিকে একবার একদৃষ্টে চেয়ে একটু আস্তে চাপ দিয়ে হাত দুটী ছেড়ে দিলে…

…দীপ্তি চলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, দীপালি দেখ্‌তে লাগল, রাস্তা দিয়ে দীপ্তি চ'লেছে…দীপ্তির সঙ্গে চেনা-শোনা এইখানেই, আজ অভিমানের ছাড়া-ছাড়িও এইখানে…দীপ্তি-দীপালি দুজনেরই মনের অচিন্ কোণে এই কথাটী ফুটে উঠ্‌তেই তারা পরস্পরকে একান্ত আপনার ব'লে মনে করে নিয়েছিল, যখন চারটী চোখের চাউনি নীরবে জানিয়েছিল 'বিদায়'…

* * *

হোষ্টেলে ফিরে গিয়ে দলের কর্ত্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ

ক'রে দীপ্তি মণির সঙ্গে দেখা করলে...সে তখন অনেকটা সুস্থ। দীপ্তি তাকে বলে গেল, 'দেখ, কালকের সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে, হোষ্টেল থেকে বেরিয়ো না, একান্ত দরকার না পড়লে; নইলে কলেজের কর্ত্তারা গোলমাল বাঁধাবেন, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, সেটাও আমি জেনেছি।'

দীপ্তি অনেক রাতে বাড়ী ফিরল। পরদিন দশটা বেজে গেল, এগারোটা বেজে গেল, দীপ্তি তখনও নিজের ঘরে বসে টেলিফোনের ধারে, দলের লোকের কাছ থেকে খবর পাবার জন্যে। বারোটায় খবর এল, মারামারি চলেছে,...সব পণ্ড হয়ে গেছে! লাভের মধ্যে কলেজ বন্ধ হয়েছে।

সন্ধ্যার পর দীপ্তি হোষ্টেলে গেল। মণি হাসছিল; কিন্তু সে হাসির আড়ালে একটা ভয়ের চিহ্নও যে অস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে বেরুচ্ছিল, সেটা দীপ্তি ভাল করেই লক্ষ্য করলে। সমস্ত ব্যাপার শুনে দীপ্তি চুপ করে রইল, ভেবে দেখলে এবার একটা ভীষণ ঘূর্ণীপাকের মধ্যে মণিকে পড়তে হবে...কার জন্যে? দীপ্তি ঠিক করতে পাচ্ছিল না—কি করবে, কোন পথ নেওয়া উচিত। মণিকে বল্লে, 'দেখ, আমি আজ বাড়ী যাই, কাল এই সময়ে নিশ্চয়ই থাকবে এখানে, তখন কতকগুলো কথা বলবো।'

● ●

●

নয়

রাজনৈতিক আন্দোলনের চরকী-বাজী তখন সারা ভারতময় আগুন ছিটিয়ে দিয়েছিল। শাসন ও শোষণের চাপে পড়ে, মুমূর্ষুরও যে প্রাণ আছে, এইটে জানাবার জন্যে সেদিন ভারতময় হরতাল ঘোষণা করা হয়েছিল···আগুনের ফুল্‌কি ছাত্রসমাজের ওপরই পড়লো বেশী করে, মণি-দীপ্তি দুজনেই এগিয়ে গিছল এই আগুনের টানে···সরকারী কলেজ ছিল সেটা—সুতরাং মড়ারা যে সাড়া দেবে—দানো পেয়ে উঠে—এটা তাঁদের কাছে বিশেষ ভালো লক্ষণ বলে মনে হোল না...কাজেই তাদের সম্বর্দ্ধনা কর্‌বার জন্যে যা এলো তা বাঁশী নয়—বাঁশ।

যে কয়েকটার ওপর বাঁশের ঘা পড়লো, সে দলে মণি ছিল

কিন্তু দীপ্তি ছিল না...ব্যাপারটা তাই একটু গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল। আগুনের ভেতর যারা পড়ল—যেমন মণি···তারা আগুনের বাইরে যারা ছিল—যদিও সেটা তাদের নিজেদের কোন দোষে নয়—তাদের একটু সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল।

দীপ্তি দু'দিন মণির কোনও পাত্তাই পেলে না। হরতালের দিন সন্ধ্যার পর যা দেখা হয়েছিল, সেই শেষ। তার পরদিন এসে শুনলে হোষ্টেল থেকে undesirable-দের সব রাত্রেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপ্তি একটু মুষড়ে গেল···ভাবলে, তাড়িয়েই না হয় দিলে, কিন্তু আমি যখন আসব বলে গেলুম, তখন এ সময়ে এখানে কি একটু অপেক্ষা করা যেত না?···মণি কি তাহলে অন্য কিছু ভেবেছে? তাকে কি সে চায় না—না, তা অসম্ভব··· তবে?...

দীপ্তির মনে আবার জাগল, 'আমিই বা কেন ঘুরে মরি? সে কি একটু খবরও আমার নিতে পারে না? ওঃ, নেবেই বা কি করে, সে যে এখন কর্ম্মী···আমি একজন নিষ্কর্ম্মা...ভাবুক, আমি কি আর মানুষের মাঝে, বিশেষতঃ তাদের মত কর্ম্মীর মাঝে, স্থান পাবার যোগ্য? একটা করুণ হাসি দীপ্তির মুখে ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। কি বিষাদময়! পাশে কেউ থাকলে একটা অস্ফুট স্বরও শুনতে পেত হয়তো।

রোজকার মত দশটায় খেয়ে দীপ্তি বেরিয়ে পড়ল হোষ্টেলের দিকে···যেখান থেকেই হোক মণির খবর আজ চাই-ই...তার সঙ্গে সব সম্পর্ক হয়তো এখানেই শেষ হ'বে, বা সে শেষ করবে—এই সব নিষ্ঠুর কথা কেবলই তার মনের ভেতর ভেসে যাচ্ছিল। দীপ্তি ভাবলে, 'নাঃ, অন্ততঃ একটা স্মৃতি চাই! সারা জীবনটা ধরে সেই স্মৃতি আঁকড়ে থাকা যাবে, ভুলেরই হোক বা সত্যেরই হোক।' নিরুদ্দেশের যাত্রি সে, মুক্তিপথে তার যাত্রা···যেখানে কেবল বাধা—বিঘ্ন।

হোষ্টেলে ঢুকে অসিতকে জিজ্ঞাসা করলে ..'মণি আজকাল থাকে কোথায় হে ?'

মণ্টু উত্তর দিলে...'কেন গো, আবার মণির খোঁজ কেন ? যথেষ্ট হয়েছে—আলাপ জমিয়ে বিপদের মধ্যে তাকে ঠেলে দিয়ে কি মজাটাই না হ'চ্ছে···তোমার আর কি···না, চুপ করাই ভাল... কিন্তু দীপ্তি, তোমার ওপর আমার খুব উঁচু ধারণাই ছিল ··শেষে লোকের মুখে কতকগুলো কথা শুনে আমি হতাশ হয়েছি...সত্যি বলছি।'

কথাগুলো দীপ্তির কাণে এসে কি ভাবে বাজল বলা যায় না, দীপ্তি ভাবছিল, কেন, এমন হোল...?

অসিত আবার বললে···'কি হে! কবি যে একেবারে ধ্যানে

বসে গেলে··! বলি কথাগুলো কাণে গেল কি?'—সে দীপ্তির গা'টা নেড়ে দিলে।

মিনতির স্বরে দীপ্তি বল্লে...মণির খবর তাহ'লে, কিছু জানোনা অসিত?

—'কেন জান্‌বো না···রাত আটটা পর্য্যন্ত থাকো এইখানে ব'সে···মণির দেখা পাবে। তার কিন্তু সময় হ'বে কি না জানি না—'

দীপ্তি ভাবতে লাগল, সে এখানে আসে তাহ'লে?—তবু সেদিন দেখা করে নি...তার ওপর অসিত আবার কি বল্লে? সময় হ'বে কি না...তার মানে?

দীপ্তি আর বেশী কথা না ব'লে, Hudson-এর Far Away and Long Ago বইখানায় চোখ রেখে অসিতের বিছানার ওপর শুয়ে পড়্‌লো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়...তিনটে, চারটে—ক্রমে রাত আটটা বেজে গেল···কবির সাড়া নেই। সে ঘুমুচ্ছিল কি বই পড়্‌ছিল—বাইরে থেকে সেটা বোঝা গেল না...

রাত যখন ন'টা, দীপ্তি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে শান্তির ঘরের দিকে এগিয়ে চল্‌লো, সেখানে মণির আসবার কথা ছিল।

'আরে, অসিতও যে বসে'···দীপ্তিকে আস্‌তে দেখেই সে

হেসে বলে উঠলো, 'কিহে কবি, বেশত ঘুমিয়ে কাটালে—তোমার মণি যে এই চলে গেল...তোমার কথা বল্লুম—ঘরে গিয়ে দেখা গেল যে তুমি ঘুমুচ্ছ...সে আর তাই তোমায় বিরক্ত করলে না...'

...বিরক্ত করলে না !—কথাটা দীপ্তির কাণে গিয়ে বাজলো যে স্বরে. তাতে শ্লেষই ছিল, সহানুভূতি ছিল না।

দীপ্তির বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির আঘাত করলে। আজ তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়লো না। রাস্তার ঘন অন্ধকারের মাঝে টল্‌তে টল্‌তে দীপ্তি হোষ্টেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো ...।

কলিকাতা শহরে সাঁজের নিবিড় মৌনতা কখনই প্রাণ দিয়ে উপভোগ করা যায় না। বাড়ীর পর বাড়ী, রাস্তার পর রাস্তা, ভিড়ের পর ভিড়—যেন সব ঠেলাঠেলি করে আছে ! তার উপর তুমুল কোলাহল ও যান্ত্রিক শব্দে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠে। তাই দীপ্তি নানা যায়গায় মণিকে খুঁজে খুঁজে যখন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠল, তখন তার মন ছুটে গেল ময়দানের খোলা মাঠের পানে। তাই হঠাৎ সে একখানা হাইকোর্ট-গামী ট্রামে উঠে পড়ল...

তার মনের কল তখন একেবারে বিগড়ে গেছে ; সে কেবল মণির কথাই ভাবছে। মণি তাকে ভালবাসে না একটুও? যে-মণির জন্যে সে হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে? সেদিনকার সেই প্রাণভরা স্নেহচুম্বন? সেটা কি ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়? মণির হাসি বড় সুন্দর, তার গভীর কালো চোখের নিবিড় তন্ময়তা, তার সেই অলস-শিথিল ভাবটী, তার সেই দুষ্ট কৌতুকমাখা ব্যবহার, তার অগাধ অধ্যয়ন-শক্তি—তাকে দেবতার পদে উঠিয়ে দিয়েছে, অন্ততঃ দীপ্তির চোখে। আহা, আজ যদি মণির দেখা পাওয়া যায়!···

কিন্তু তারই বা এত বাড়াবাড়ির দরকার কি? ভালবাসাটা কি শুধুই এক তরফা হবে? 'দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘরজনী, দীর্ঘ বরষ মাস'—সে শুধু বসে থাকবে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায়? হাঁ, তাতেও একটা সুখ আছে। চোখের জলের দাম হালকা হাসির চেয়ে ঢের বেশী,—পূরবীর সুর ভৈরবীর চেয়ে করুণ। শুধু চেয়ে-থাকার সুখ নিবিড় করে' বুকের মাঝে একান্তভাবে পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী গভীর। সে শুধু প্রতীক্ষায় পথের পানে চেয়ে থাকবে সেই সুন্দর পথিকের জন্যে···

এই সকল খাপছাড়া চিন্তার জালে তার মাথাটা যখন একেবারে জড়িয়ে গেছে, তখন সে গিয়ে পৌঁছল ইডেন গার্ডেনে। সেখানকার লেকের চারিদিকে আনমনে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে

বেড়াল, কত সাহেব-মেম আনন্দে সেখানে নৌকাবিহার করছে। তাদের মনে দুশ্চিন্তার লেশও নেই। দু'জন ছেলে গলা জড়াজড়ি করে বসে আছে একটা লৌহাসনে কুঞ্জবিতানের আলোছায়ার মাঝখানে স্বর্গের দেবদূতের মত,—কি সুন্দর দেখতে একটী ছেলেকে! হায়, তাকে যদি সে ভালবাসতে পেত সারা প্রাণ দিয়ে! সে ছেলেটী তার তরুণ বন্ধুর কোলে মাথা রেখে চেয়ে আছে একখানা পথহারা মেঘের পানে, আর আপন মনে গলা ছেড়ে গাইছে—

'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে
রইব কত আর'···

হঠাৎ দূরে দেখলে দুজন তরুণ চলেছে, সঙ্গে একজন তরুণী। তার বুকের রক্ত উচ্ছল হয়ে উঠল—তারা অমল, মণি ও দীপালি। এখন তার বুঝতে বাকী রইল না। দীপালির হাল্কা হাসি নদীর জলের মত উপলখণ্ডে আঘাত দিতে দিতে ছুটে চলে গেল। আচ্ছা, কার মুখখানি সুন্দর—দীপালির, না মণির? এই ক্ষুদ্র দলটী তখন একটা পাম্ গাছের ঝোপের কাছে বসে পড়েছে, দূর থেকে দীপ্তি তাদের বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল, তাদের কথাও শুনতে পাচ্ছিল।

'আচ্ছা, দীপালি, কাল ত রবিবার, চল, বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে বিকালে বেড়িয়ে আসা যাক।'

'তা দীপ্তিময়বাবুকে সঙ্গে আনবেন, মণিবাবু, তাহলে সন্ধ্যাটা জমবে ভাল। ক'দিন ত তিনি আসেন নি? তাঁর কি অসুখ করল?'

অমল বলল, 'হাঁ মণি, দীপ্তির কি হল হে?'

'আমি ত তার খবর জানিনি, ভাই। সে বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে গেছে কলেজে হাঙ্গামার দরুণ।'

ওঃ! আর সহ্য হয় না। দীপ্তি যদি সহসা গিয়ে তাদের সম্মুখে হাজির হয় এখনই?...

দীপ্তি দেখলে মণির চোখে দীপালিই সুন্দর। তার সুন্দর হাতে এক গোছা ক্রাইসেন্থিমাম্, সে বুঝি দীপালিরই জন্য? হাঁ, ক্ষণকাল পরেই মণি সেই ফুলের গোছাটা দীপালির হাতে দিয়ে বললে,

'এই নাও তোমার ফুল। ফুল তোমার ভাল লাগে ত, দীপালি?'

দীপালি আবার হেসে উঠল। সেই পাগল-করা ঝরণা-বয়ে-যাবার হাসি! মেঘের মত হাল্কা, শিরীষফুলের পাপড়ির মত পল্কা...ধরা-ছোঁয়া যায় না।

'ফুল আবার কার ভাল লাগে না, বলুন ত? সেদিন দীপ্তিময়

বাবুর বাটন্‌হোলে একটা ফুল দেখেছিলুম—খুব বড় একটা গোলাপ, এমনি মিষ্টি গন্ধ তার! তিনি সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে যাবার সময় ফুলটা আমাদের টেবিলে ফেলে গিছলেন, তার পরদিন সকালে পড়তে গিয়ে দেখি, ফুলটা তেমনি পড়ে আছে, অনাদৃত লাঞ্ছিত অবস্থায়। কিন্তু কী গন্ধ তার!'

মণি দেখলে যে দীপ্তির দীপ্তিতে দীপালির মনের মন্দির উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই সে অন্য কথা পাড়লে। বললে, 'ঐ দেখ, একটা চীনেম্যান সারাদিন খেটেখুটে কি রকম পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। আচ্ছা, অমল, তুমি চীনাদের খানা কখনও খেয়েছ?'

'না, ভাই, ঐ নিদারুণ অভিজ্ঞতাটা হতে আমার এখনও বাকী আছে। হঠাৎ ওদের খানার কথাটা তুল্লে যে?'

'ওঃ, সে ভারি মজার ব্যাপার! আমার এক বন্ধু একদিন নেমন্তন্ন করেছিল তার বাসায়। সেদিন তার বামুন আসেনি, তাই সে বললে—চল, আজ হোটেলেই যাওয়া যাক। এই বলে সে নিয়ে চললো ছাতাওয়ালা-গলির মধ্যে। সেখানটা পচা চামড়ার গন্ধে ভরপুর। অনেক গলি পার হয়ে শেষে একটা হোটেলে ওঠা গেল। সেটা চীনাদের। একজন চীনা মেয়ে পরিবেষণ করছে, আর কয়জন দূরে বসে খাচ্ছে কাটি দিয়ে। সে বড় অদ্ভুত! দুটো কাটি দিয়ে খটাখট্‌ শব্দ করে এক এক থালা

ভাত তারা শেষ করলে। পাশের চোর কুটুরীতে তিন চারজন চীনা লম্বা পাইপে চণ্ডু খাচ্ছে, আর হিচিং-ফিচিং. কি-সব বলছে। আমাদের বাঙ্গালী দেখে চীনা মেয়েটী ভাঙ্গা হিন্দীতে জিগ্যেস করলে, কি চাই। আমার বন্ধু মহাশয়টী খুব সপ্রতিভ, তিনি বললেন, বিবিসাহেব, তোমার পা-দুটী বড় খাপসুরত। মেয়েটী ত হেসে গড়িয়ে পড়ে জিগ্যেস করলে আমরা কি খেতে চাই। বন্ধু কি বললেন বড় বোঝা গেল না। শেষে দুটী প্লেটে এলো দুটো ডিমসিদ্ধ। চামচে দিয়ে ভাঙতেই যে সুগন্ধ ছুটলো তা থেকে...ওঃ! বন্ধুমহাশয় মেয়েটীকে দাম দিয়ে আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাঙ্গালা হোটেলে। বললেন, ক্ষিধেটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া গেল···ওঃ, সে গন্ধের কথা মনে হলে—'

দীপালি একমনে গল্পটা শুনছিল। তাদের গল্প শেষ হলে তারা উঠে পড়তেই দীপ্তি একটু আড়ালে সরে গেল। তারা যখন অন্য পথ ধরলে, তখন দীপ্তি সেই কোমল তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সে মনে মনে কয়দিনের ঘটনাগুলো বেশ ভাল করে আলোচনা করতে লাগল। মণি—মণি তার কে? কেউ নয়। ধূমকেতুর মতই বিপুলবেগে সে ছুটে চলে যাবে অনির্দ্দেশের দেশে—যেখানে অন্ততঃ ভালবাসায় খাদ মিশানো নেই! কিন্তু মণির স্মৃতি মনের পট থেকে মুছে ফেলাও যে শক্ত,—সেই প্রীতির চিহ্ন মণি এঁকে দিয়েছিল তার

ওষ্ঠতটে, সেটা এখন গরল-জ্বালা বলে বোধ হতে লাগল...ঠিক এই সময় তার পিঠে এসে কে ঘা দিলে···পিছন ফিরে দেখে—মণি! এবার সে একা।

'দীপ্তি...তুমি এখানে?'

'হঁা, এটা সাধারণের বেড়াবার যায়গা—অর্থাৎ কারুর একচেটে নয়, সেই ভেবেই আসা হয়েছে।'

মণি বুঝলে দীপ্তির কথার ঝাঁজ।

'দেখ, দীপ্তি, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অমল ও দীপালির সঙ্গে এখানে দেখেছ, আমি এই মাত্র তাদের মোটরে তুলে দিয়ে এলুম। আজ আর কিছু ভাল লাগছিল না, তাই একটু বেরিয়ে পড়েছি ভাই, তোমার কথা রাখতে পারিনি। তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করেচ?'

'আমার রাগে তোমার কি আসে-যায়, মণি?'

'তুমিও শেষে এই কথা বললে?'

'কেন, আর কেউ একথা বলেছে না কি?'

'যদিই বা বলে থাকে?'

'তাহলে আগে তার সঙ্গেই বোঝাপড়া শেষ করলে হয় না?'

'আচ্ছা তাই হবে। তবে তোমায় একটা কথা বলতে চাই, দীপ্তি। আমি শীঘ্রই কাশীতে চলে যাচ্ছি, কলেজের পড়া ত শেষ কর্ত্তে হ'ল। এখন বাবার মত আমায় বিলাত পাঠানো।

বিলাত যাবার পূর্ব্বে আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একবার দেখা করে নিতে চাই। সাত-সমুদ্র পার হ'তে চলেছি, তোমাদের শুভ-ইচ্ছাই এখন আমার একমাত্র পাথেয়। আর কি ভরসা আছে, বল?'

'দীপালিকে জানিয়েচ?'

মণি ভাবলে, দীপ্তি আড়াল থেকে দীপালির সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা শুনেছে না কি? শুনলেই বা, সে ত এমন ভাবে দীপালির সঙ্গে কথা কয়নি, যাতে অন্যের কোন মনক্ষোভের কারণ হ'তে পারে। সে একটু হেসে বললে,

'হঠাৎ এ প্রশ্ন করলে যে?'

'দীপালির সঙ্গে তোমার ত খুব ভাব, তুমি চলে গেলে সে মনে দুঃখ করবে না?'

মণি দীপ্তির হাতখানা ধরলে। দীপ্তির সারা অঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল।

'দীপ্তি, তুমি কি মনে কর যে আমার অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নেই? মনে নেই, আমাদের সেই শপথ—যে প্রাণ গেলেও আর কেউ কাউকে ছাড়বো না?'

'মণি, দেখ, মানুষের হৃদয় বলে একটা জিনিষ আছে,—সেটাকে কি অত চট্ করে ঠকানো যায়?'

'তোমার কথা হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে, দীপ্তি, আরও স্পষ্ট করে বল।'

'হেঁয়ালিটা তোমার পক্ষেই ঠিক। আমার পক্ষে নয়। তুমিত একটু আগেই দীপালিকে জানিয়েচ আমি কলকাতা ছেড়ে উধাও হয়ে গেছি—'

মণি মনে মনে একটা ধাক্কা পেলে। আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্যে সে শুধু বললে, 'সেটা কেন বলেচি তা ত তুমি বুঝলে না। দীপালির সঙ্গে তোমার মেশা উচিত নয়, ও তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েচে।'

'হঠাৎ আমার উপর দীপালি এমন সদয় হ'য়ে পড়ল যে?'

'মেয়েটা যে বড় সরল...তা বোধ হয় না'

সরলমনা দীপ্তি সেই কথাটাই মেনে নিলে। আকাশের তারাগুলো তখন মিটমিট করে চোখ টিপছে,—বেড়াতে বেড়াতে দুজন বন্ধু তখন গঙ্গার ধারে এসে পড়েছে। সেই কুলু কুলু ধ্বনি—অবিরাম বয়ে-চলা অনির্দ্দেশের উদ্দেশে। দীপ্তির মনের মেঘ তখন কেটে গেছে। তার কাঁধে মণির হাত—গ্যাসের আলোয় তার মুখের দিকে চেয়ে দীপ্তি অভিমানের সুরে বললে, 'চলে যাবে—আমার জন্যে একটুও মন কেমন করবে না?'

'কি করব, ভাই, যেতে ত হবেই। কর্ত্তব্যের তাড়ায়

মানুষের ইচ্ছাশক্তি হার মেনে যায়।...ওঃ, তুমি যে ঘেমে উঠেছ, দীপ্তি......'

এই বলে সে তার সিল্কের রুমালখানা পকেট থেকে বার ক'রে দীপ্তির প্রশান্ত কপাল থেকে ঘর্ম্মবিন্দু মুছিয়ে দিলে স্নেহ পরায়ণা জননীর মত। রুমালে Ashes of Roses মাখানো ছিল—তার নিবিড় গন্ধ দীপ্তিকে পাগল করে দিলে। সে ডাকলে,—

'মণি—মণি!'

'ভাই!'

দুজনে নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে ভাগিরথীর দিকে চেয়ে শপথ করলে কেউ কারুকে ভুলবে না।

তখনও দীপ্তির কানের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই গানের প্রথম লাইনটা—

'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে
রইব কত আর'

• •
•

দশ

ট্রেণের তখনও দেরী ছিল। মণি আর দীপ্তি দুজনে দাঁড়িয়ে আছে···দীপ্তি চেয়েছিল লোকগুলোর মুখের দিকে, দেখছিল কার কি মনের ভাব সেখানে ফুটে উঠেছে।

ট্রেণের হুইশ্‌ল্‌ দিলে, মণি দীপ্তির হাতখানা ধরে একেবারে গাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, 'কি ভাবছিলে?···ফিরে এসেই দেখা কর্‌বো তোমার সঙ্গে, কেমন?' ট্রেণটা এবার নড়ে উঠ্‌ল ···দীপ্তি কি ভেবে একবার মণির মুখপানে চাইলে, মণি হাসল মাত্র, ট্রেণের বেগ বেশী হয়ে যায় দেখে, দীপ্তি টপ করে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে।

দূর থেকে তখন আর রুমাল-নাড়া দেখা যায় না, দীপ্তি

ফিরল ; যখন হুইলারের বইয়ের দোকানের কাছে এসেছে, তখন চমৎকার একটা বাঁশির সুর কাণে এল...দেখলে জাপানী ধরণে গোলাপী রঙের ঝল্‌ঝলে শার্ট গায়ে, আর রঙচঙে ছোপ-দেওয়া পায়জামা-পরা ১৫।১৬ বছরের একটী বাঙ্গালী ছেলে একটা ট্রাঙ্কের ওপর ব'সে বাঁশি বাজাচ্ছে। চুলগুলো তার বাবরী ক'রে কাটা, তার পায়ে ভেলভেটের চটি, মুখখানিতে শান্তি ও সরলতার সুস্পষ্ট ছাপ—ছেলেটীর দিকে দীপ্তি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, ভারী ভাল লাগছিল তার বাঁশীর সুরে মশ্‌গুল সুন্দর মুখখানি !

দীপ্তি বেশীক্ষণ আর সেখানে দাঁড়াল না, বেরিয়ে পড়ল ষ্টেশন থেকে কোলাহলময় রাস্তার মধ্যে। কোথায় ছিল সব মেঘের দল, রাতের অন্ধকারে লুকানো—তারা এবার তুমুল কাণ্ড লাগিয়ে দিলে, যেম্‌নি গর্জ্জন তেম্‌নি বর্ষণ—কিছুরই কম নেই। কি খেয়াল হোল, দীপ্তি গান ধর্‌লে...

"এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি'
এমন কেন করিছে মরি মরি
বাদল জল পড়িছে ঝরি' ঝরি
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো,—
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো

ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।"

ক'লকাতার রাস্তা বৃষ্টির জলে নদীতে পরিণত হ'তে বেশী সময় নেয় না...দীপ্তির তবু খেয়াল নেই, জলে ভিজে আর এক হাঁটু ভোর জল ভেঙে চলতে তার আজ ভারী আমোদ লাগছিল—সে বাড়ী ফিরে ঘড়ির দিকে চাইলে···কাঁটা দুটো একসঙ্গে মিলে আছে...জানাচ্ছে ঠিক বারোটা।

বাইরের ঝড় ঝাপ্‌টা বেশ প্রীতিকর হ'লেও ··বাড়ীতে যে ঝড় সেদিন উঠেছিল, তার ধাক্কা সাম্‌লাতে সে রাত্রে দীপ্তিকে অনেক চোখের জল ফেল্‌তে হয়েছিল...দীপ্তি ঘরের জান্‌লা দিয়ে বাইরের খোলা মাঠের দিকে চাইলে...বৃষ্টির জল ঘাসের ওপর টল্‌মল্‌ করছে, তার ওপর চাঁদের আলো পড়ায় সেগুলো মুক্তোর মত মনে হচ্ছিল...সে কিন্তু তার ভেতর নিজের চোখের জলেরই ছাপ দেখছিল।

......কী খারাপ কাজ সে করেছে? সুন্দর জিনিষকে সুন্দর বলাতে, সুন্দরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করাতে দোষ? না, তার মত বয়সের ছেলের পক্ষে এটা দোষের? মানুষের কৃত্রিম সভ্যতা

জীবনটাকে কি টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ভাগ ক'রে ফেল্‌তে চায়? জীবনের এইটুকু ভাগ এই রাস্তা দিয়ে চল্‌তে হ'বে···তার পরের ভাগে এই দরজা দিয়ে গিয়ে এই বেড়ার মধ্যেই থাক্‌তে হবে··· পরের ভাগটুকু কাটাবার সময় ওই বাগানে ঢুক্‌তে পাবে না, যতই কিছু সৌন্দর্য্য থাক্ না কেন সেখানে···এই কি তার শেষ পরিণতি? যে-শিক্ষা যে-সভ্যতা, মানুষকে মুক্তি, মোক্ষ প্রভৃতির আদর্শ শিখিয়েছে সেই শিক্ষা সেই সভ্যতার প্রভাবই কি আবার তাকে দেহে-মনে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে ফেল্‌বে? তাই যদি হয়, তাহ'লে এই শিক্ষার জন্যে এত জ্বালা, সভ্যজগতে বাস করার এত বিড়ম্বনা, মুক্তির আশায় পাগলের মত এমন করে' ছুটে যাবার দরকার কি? ওর চেয়ে যে মূর্খ ভবঘুরে হয়ে মানুষের স্নেহে ভালবাসায় ডুবে থাকায় লাভ আছে···

হঠাৎ দীপ্তির মাথায় এক মতলব খেল্‌লো। নাঃ, মণিকে একখানা চিঠি লেখা যাক্ ভাল করে। ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে হ'চ্ছে, একেবারে বিদেশে পলায়ন করা যাবে দুজনে—বেশ মজায় থাকা যাবে...সেই ঠিক তবে!

*　　　　　*

মাত্র এক বছরের ভেতর নির্ম্মলের যে এতটা পরিবর্ত্তন হবে, মণি তা স্বপ্নেও ভাবে নি। কাশীতে যখন সে নির্ম্মলের

বাসায় গিয়ে উঠ্‌লো, দেখলে খদ্দরের একটা আলখাল্লা, একটা ফতুয়া আর পাঞ্জাবীর মাঝামাঝি ধরণের রঙীণ জামা, আর পায়ে মাদ্রাজী চটী এই বেশে নির্ম্মল এসে তাকে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটী পরিস্কার...দেয়ালের চারিদিকে বড় বড় সাহিত্যিক ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফটো ঝুলছে, একদিকে এক আলমারী বই, আর এক কোণে মেঝেতে একটী বিছানা।.......

মণি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নির্ম্মলের মুখখানাকে দেখে নিলে... একটু বেশী ভাবুক-গোছের দেখাচ্ছে আগেকার চেয়ে, মনে হয় অনেক কথাই যেন প্রকাশ না পেয়ে এর ভেতরটাকে সর্ব্বদাই তোলপাড় করে ফেল্‌ছে আগ্নেয়গিরির অন্তরের মত...

মণি কিছু বলবার আগেই নির্ম্মল বল্‌লে, "হঠাৎ এখানে, কি ব্যাপার !"

'এলুম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে, অনেককাল তো আর হবে না।'

'কেন ?'

'মাস ছুয়েক পরেই, সমুদ্র পার হতে চলেছি এখন আর বছর পাঁচেকের ভেতর দেশে আসা হ'চ্ছে না।' নির্ম্মল একটু ভাব্‌লে, তারপর বল্‌লে, 'ওঃ, বুঝেছি, কলেজের ব্যাপার নিয়ে

গণ্ডগোলের ফল ? বেশ, শাপে বরই হয়েছে। যাও, তবে মনে রেখো—অন্ততঃ চেষ্টা ক'রো রাখতে।'

অদ্ভুত সুর . বেহাগের মাঝখানে টোড়ীর গাম্ভীর্য্য...মণি চমকে গেল. 'আচ্ছা নির্ম্মল, তোমার এরকম পরিবর্ত্তন হঠাৎ হোল যে ?'

'হঠাৎ নয়, অনেক দিনের ভাবনার ফলে, ভাই। শান্তির উদ্দেশ্যে, আনন্দের খোঁজে এসে আমায় এই নতুনের নেশায় পেয়ে বসেছে। আজ তোমায় দেখে অনেক পুরোণো কথাই, মণি, প্রাণে জেগে উঠছে। সেই চলে আসা আর এই চলে যাওয়ার মধ্যে জীবনটাকে যে কত অদ্ভুত ভাবে দেখলুম, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাণে বড় বেশী করে কি বেজেছে, জান, মণি ?—মানুষের সত্যি ভালবাসার অক্ষমতা ও কৃত্রিমতার খোলস পরে থাকার অভ্যাস। সাপ, বাঘ এদের আমরা হিংস্র প্রাণী বলে মনে করি, কিন্তু একটু যদি ভেবে দেখ, দেখবে—এ-গুণটী, মানুষের শতাংশের একাংশও এদের নেই। কোটী কোটী কেউটে গোখরোর বিষ এক জন মাত্র মানুষের মনেই পাওয়া যায়। কৃত্রিম সভ্যতার খোলস পরে কেমন করে, কত উপায়ে মানুষ তার বিষ ছড়াতে পারে ও ছড়াচ্ছে, দৃষ্টান্ত-শুদ্ধ আমি তা আমার নতুন বই 'আলো ও আঁধারে' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোব। এখন শুধু বড় বড়

কবি আর সাহিত্যিকের বই পড়ি, আর যখন তা ভাল লাগে না, তখন গ্রামোফোনের গান শুনেই দিন কাটাই। গানে, ভাবে বেশ আছি মণি, খোলসের ভেতর ঢুকে সভ্যসমাজে মিশতে আর ইচ্ছা হয় না, ভাই। বিদেশ থেকে ফিরে আসার আগে পর্য্যন্ত আমার কথাগুলো মনে রেখো বন্ধু! তোমায় জীবনের আরম্ভেই ভালবেসে ফেলেছি বলেই এতগুলো কথা বললুম, নইলে এতক্ষণ বকতুম না। চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।'

…দুজনে বেরিয়ে পড়লো খেয়ে দেয়ে, নদী পার হয়ে একেবারে নির্জ্জন ব্যাসকাশীতে। জনহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে পুড়তে পুড়তে যখন তারা নদীর দিকে আবার ফিরছিল, পথে তাদেরই মত আর একদল যাত্রী দেখলে। তফাৎ এই, ওরা গিয়েছিল বেড়াতে, আর এরা যাচ্ছে পুণ্য কর্ত্তে।

যাত্রীদের দলের সকলেরই মুখ গিয়েছিল শুকিয়ে আর চল্‌ছিল যেন জ্বরো রুগীর মত। সঙ্গে ছিল তাদের একটী ছোট্ট মেয়ে। হাঁটার কষ্টে আর অত বেলা পর্য্যন্ত না খাওয়ায় বেচারীর মুখখানি ফ্যাকাসে হয়ে গিছল, সে নিরুপায়ভাবে তার আত্মীয়ের সঙ্গে চলেছিল প্রায় দু'মাইল পথ জনমানুষ না দেখে। মণি আর নির্ম্মলকে দেখে তারা যেন একটু শান্তি পেলে। মেয়েটী তাদের দিকে একবার কাতরভাবে চাইলে;

তারপর তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকা আর কত দূর? পথ কি আর ফুরুবে না?'

স্বর শুনে নির্ম্মলের মনের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠলো 'মণি, এই দেখ। সরলা বালিকা, পুণ্যের নামে এর ওপর কি অত্যাচারটাই না করা হ'চ্ছে! আঃ! মেয়েটীর কথা কইতেও কষ্ট বোধ হ'চ্ছে! এ সবের প্রশ্রয় যারা দেয়, তারা নিতান্ত মূর্খ আর কুসংস্কারে অন্ধ—এ ছাড়া তাদের আর কোন ভাষায় অভিহিত করা যায় না।'

ফিরে দেখলে তারা—বালিকা তখনও শ্রান্তপদে চলেছে ·· মাঝে একবার যেন পেছন ফিরে চাইলে!

পথ চলেছে তো চলেইছে···তার আর যেন শেষ নেই, বিরাম নেই। মাঝে মাঝে তালগাছ; এখানে খানিকটা ঝোপ, ওখানে খানিকটা,—ব্যস, আর কিছুই নেই। একটা গভীর নিস্তব্ধতা ঢেকে রয়েছে চারিদিক, মাত্র উত্তপ্ত বাতাসের একটা মর্ মর্ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাঁশবনের ভেতর দিয়ে তারা তখন নদীর ধারে এসে পড়েছে সেখানে কেবল বালি, বালি আর বালি...

সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে তখন। সূর্য্য সবে মাত্র ডুবছে, তার রঙীন আভা চারদিক এক অপূর্ব্ব রঙে রঙিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার যখন ক্রমেই ঘনিয়ে এল, আকাশে তারাগুলো চিক

মিক্ কর্ত্তে লাগ্‌লো। আর তার প্রতিবিম্ব জলে প'ড়ে সোনালী রঙের শাড়ীতে যেন চুম্‌কি বসিয়ে দিলে। ভারী চমৎকার এখন নৌকো থেকে সহরের দিকে চেয়ে দেখতে... দেখা যায় অন্ধকারের মাঝে কতকগুলো আলো জ্বল্‌ছে, আর ভূতের মত লম্বা লম্বা ধ্বজা দুটো বেণীমাধবের, যেন চৌকীদারের মত দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এলে বেশী, সহরটা দেখায় ঠিক যেন একখানি পট। ওপাশে দূরে গঙ্গার পুলটা কেমন ঝিক্‌মিক্ কর্‌ছে, এধারে নৌকোর প্রদীপগুলো এলোমেলো ভাবে গঙ্গার ওপর এখানে-সেখানে মিট্‌ মিট্‌ করছে, আর ঘাটে ঘাটে পথিকের হাতের লণ্ঠনের আলোটা গঙ্গার জলে পড়ে কেমন যে চক্‌মকিয়ে উঠ্‌ছে, সে কী বলবো! মানুষের কথায় তার পরিকল্পনা সম্ভব নয়।

দেখ্‌তে, শুন্‌তে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে নির্ম্মল যখন এপারে এসে পৌছোল, অহল্যাবাঈ-ঘাটে সানাইএ তখন বেহাগ আরম্ভ হয়েছে। ঘাটের ধারে নির্জ্জন দেখে একটু জায়গা বেছে নিয়ে মণি সেখানে ভাবতে লাগল। মধুর স্বরের সঙ্গে মিষ্টি মধুর অনেক কথাই তার মনের ওপর দিয়ে তখন ভেসে যাচ্ছিল। সময় ও জায়গার প্রভাবটা যে এই রকম ভাবেই অনেক সময় মানুষের মনের ওপর সোণার কাঠি বুলিয়ে দিয়ে যায়··· স্বার্থান্ধ মানুষ তাই মুহূর্ত্তের জন্যেও এখানে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ায়।

মণি বুঝ্‌লে এ কল্পনা নয়, নিছক সত্যি কথা। মনটা তার ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলো ··এ সময়ে যদি দীপ্তি থাক্‌তো !··· আর ক'দিনই বা, দূরের পথে পাড়ি দিতে যাচ্ছি···তখন? মণি টলতে টলতে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, বাসার দিকে ফিরলো।...

এগারো

সন্ধ্যা তখন তন্দ্রালস গতিতে তার ম্লান ছায়া সারা জগৎটায় ভরিয়ে দিয়েছে। নির্ম্মল চুপ করে বসেছিল তার ড্রয়িং রুমে। ভাব্‌ল, আজ আর দরকার নেই "মধুচক্র" অফিসে গিয়ে। একেই মনটা ভালো ছিল না তার ওপর নণি এসে তার পুরাণো ছেঁড়া ডায়েরীটা হঠাৎ আবিষ্কার করে আহ্লাদে মত্ত হ'য়ে উঠেছিল··· কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেও বোধ হয় অত আনন্দ পাননি! দুজনে তুমুল তর্ক সুরু হ'য়ে গেল সেই অনাদৃত ছেঁড়া ডায়েরী নিয়ে। নির্ম্মল বলছিল জিনিষটার আর কদর নেই ও অভ্যাসটা অনেককাল ছেড়ে দেওয়া গেছে···পুরাণো দিনের দু'টা স্মৃতি ওতে পাওয়া যেতে পারে···শুষ্ক রজনী গন্ধার গন্ধের মত···

নাছোড়বান্দা মণি বল্লে—বেশ বাবা···তাই-ই. দেখি। অগত্যা নির্ম্মলকে দিতে হোল। মণি পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যেতে লাগ্‌লো, আর সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের কথা দেখ্‌তে পেলে...কলেজের ভোটযুদ্ধ···তখন ছেলেদের সঙ্গে আলাপের ঘটা, প্রফেসারদের প্রশংসা, মণির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, আলাপ··· তারপর বাড়ী থেকে পালান—সে সময়কার ভাবনা চিন্তা···দেশ থেকে পালিয়ে বাইরে যাবার মতলব...চাল মেরে কাশীতে এসে কাগজের সম্পাদক হওয়া—দিনকতক সন্ন্যাসীর পাল্লায় এই সব চমৎকার নভেলী প্লট...শেষে বেশ একটা মজার ব্যাপারে ডাইরীর শেষ—সেটী ট্রেণে ভ্রমণের কাহিনী! মণির কাছে, এই শেষের ব্যাপারটা একটু মজার লাগ্‌ল কাজেই নির্ম্মলকে সে কথা ভেঙে বল্‌তে হোল···

নির্ম্মল বল্‌তে লাগ্‌ল···সেবার যাচ্ছিলাম কল্‌কাতার একটা সাহিত্য সম্মিলনে, ট্রেণে একখানি সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় গেলুম··· সেই কামরাতেই দেখ্‌লুম দুজন মাদ্রাজী মেয়ে বসে আছে··· দুজনকে একই রকম দেখ্‌তে, এক বয়সের ব'লে ভুল হয়...পরে জানলুম একজনের বয়স ষোলো, একজনের বয়স সতের! মেয়ে দুটীর গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হোলেও দেহের গঠন ভঙ্গীতে, বিশেষতঃ মুখশ্রী আর চুলের সৌন্দর্য্যেতে সকলকেই মোহিত হ'তে হয়! আমার অভ্যাস মত 'মধুচক্রে'র ছাপান

কাগজ, Harmann Sudermannএর Song of Songs বইখানা আর কাশী সাহিত্য সঙ্ঘের কার্য্যকরী সম্পাদক, তারই চিহ্ন, বেঞ্চির উপর ছড়িয়ে রেখে—ভাবুকের মত জান্‌লা দিয়ে শূন্য পানে চেয়ে রইলুম !

ছোট মেয়েটী একখানা Strand Magazine পড়্‌ছিল কোনদিকে না চেয়ে। বড় বোনটী কিন্তু তার মায়াময় চোখ দুটী দিয়ে চপলভাবে চারদিকে, বিশেষ করে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলো ··সেদিকে আমার চোখ পড়্‌তে বেশী সময় লাগল না···বিশেষ করে আমার ভাব প্রবণতার জন্যে আর পরের ষ্টেশনে একটা সুযোগ আসায় তার সঙ্গে বেশ ভাব হ'য়ে গেল—"

এতক্ষণ পরে মণি একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে—সুযোগটা কি শুনি ?

নির্ম্মল আবার বলতে সুরু কর্‌লে···'পরের ষ্টেশনে কতক-গুলো ফিরিঙ্গি ছেলে আমাদের কামরায় এসে বেশ হট্টগোল সুরু করে দিল মেয়েদুটীর বেঞ্চে বসে। তখন বড় মেয়েটী এসে আমায় বল্লে বেশ পরিস্কার ইংরাজীতে—আমার পাশে যদি তারা বসে, আমার কোনো আপত্তি আছে ? আপত্তি আমার কিছুই ছিল না !

'শুধু শুধু ত' আর বসে থাকা যায় না চুপ করে, বড় মেয়েটী

আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিল…কথায় কথায় আমি যে একজন বেশ বড়দরের সাহিত্যিক সেটা ধরা পড়ে গেল…তা ছাড়া আমার কথা কইবার ধরণ ত' জানো…আমি কথায় কথায় মেয়েটীর মনের উপর বোধ হয় বেশ একটা ছাপ দিতে পেরেছিলুম।

'মেয়েটীর নাম জিগ্যেস করতে সে মুখটী নীচু করে বললে, 'সুরমায়া'—সুরের মায়া বোধ হয় তার কালো কালো টানা চোখে মাখান ছিল। তার কথাবার্ত্তায় যেন একটা ফারসী-গজলের ওঠা-নামার জাল বোনা হচ্ছে, সেই জালের মাঝে আমার মনের হরিণ ধরা পড়ে গেল অব্যর্থভাবে। সুরমায়ার মেঘের মত কালো চুলের রাশ বেণী করে বাঁধা, তার প্রান্তে একটী প্রস্ফুট রক্ত গোলাপ; বুকে টাইট কাঁচলি,—কিন্তু তাতে কি যৌবন বাঁধা যায়? মেয়েটীকে যতই দেখতে লাগলুম, ততই আমার মন কোন্-এক আবেশ-মদিরায় পাগল হয়ে উঠতে লাগল। আমি অনবরত বকে চলেছি—সাহিত্যের কথা, সমাজে নারীর স্থান, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, এই সব কত কী! আমাদের মেল্ ছুটে চলেছে অনির্দ্দেশের দেশে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—ব্রাউনিং-এর 'Last Ride Together'-নামক কবিতাটী।—একজন তরুণীর প্রেমিক সেই তরুণীকে জীবনে স্ত্রীরূপে না পেয়ে তার কাছে শুধু একটী দিন ভিক্ষা

করে নিয়েছিল,—সে-দিনের মত শুধু সে তারই হবে। প্রেমিকটি তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল, কত নদ নদী, গিরি কান্তার পেরিয়ে তারা ছুটে চললো, কিন্তু সে কেবলই ভাবচে—আহা, আজকের দিনটা আর যদি কখনো শেষ না হয়! আমারও তখন মনের অবস্থাটা ঠিক এইরূপ। কেবল ভাবতে লাগলুম—ও আমার কে! মুহূর্ত্তের পথচারিণী মাত্র! আশোয়ারীর সুরে তখন একটা গানের শেষ লাইন মনে আসছিল, 'সখিরি, পিয়া ন্যহি ঘরে যাবে!'

এমন সময় সুরমায়া উঠে দাঁড়াল আমার মুগ্ধনেত্রের কাছে। আকাশের সুর যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠেছে তার যৌবনদৃপ্ত দেহের মাঝে। আমি হঠাৎ বলে উঠলুম, 'How beautiful! নারী এত সুন্দর হয়, সুরমায়া!'

সে একটু হাসলে—যেন ফুটন্ত ফুলে বসন্তের পাগল বাতাসের ক্ষণিক পরশ! আমি ক্রমশঃ যেন সব জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে লাগলুম, ভাবলুম—সুরমায়া আমার, দেহে-মনে সে আমারই! সে বললে, 'মিষ্টার গুপ্ত, তোমার ভালবাসতে ইচ্ছা করে না? আমার করে—কিছু মনে করো না, গুপ্ত, সুন্দর মুখ দেখলেই তার কথা আমার ভাবতে ইচ্ছা করে। এটা কি আমার দোষ, মিষ্টার গুপ্ত?'—

কথায় কথায় রাত ঢের হ'য়েছিল—ছোট মেয়েটী অন্ধ

একটা বেঞ্চে বসল···গাড়ীতে ছিল তখন মাত্র একটী সাহেবের ছেলে···সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে—সে বড় মজার ব্যাপার। বেচারা আমাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারল না...কাজেই এক ষ্টেশন থেকে একখানা ছপেনী সিরিজের বই কিনে নিয়ে এসে পড়্তে সুরু করেছিল...পড়্তে পড়্তে কখন ঘুমের ঘোর এসেচে, বইখানা বুকের ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে··· হাতের সিগারটা আপনি পুড়্তে পুড়তে কখন মেজেতে গেছে পড়ে... হঠাৎ সেদিকে নজর পড়্তে আমি মাদ্রাজী মেয়েটাকে বল্লুম··· 'কেমন, বেশ মজার নয়···How funny! One wishes to paint it!'

মেয়েটি বল্লে······'I can draw it boy. I know drawing'

আমি ত' খুব সুখ্যাতি করলুম···মেয়েটার মুখটা যে বেশ লাল হ'য়ে উঠল তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম—

হঠাৎ এক সময় ও বলে উঠল...'Let us talk the night away! Isn't it a nice idea?'

বল্লুম...'O awfully, তা বটে...মনে মনে বেশী খুসী হই নি, কিন্তু—

হঠাৎ এক সময় কখন তন্দ্রায় চোখ তুটো বুজে এসেচে, ও অমনি বলে উঠ্ল...'I see you are getting sleepy—'

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লুম...'না তা নয়। তবে সত্যি একটু তন্দ্রা এসেছিল! যাক্, 'excuse me'.

মেয়েটী হেসে উঠ্‌ল···সত্যি, সে হাসির মধ্যে যে কি মধুর ভাব মাখান ছিল তা বলা যায় না...

অন্তমনস্ক হ'য়ে কি ভাবচি···বোধ হয়, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব—ঠিক সেই সময়ে—আমার হাতটা ও নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিলে···আমার সমস্ত শরীরে, রক্তের একটা দ্রুত ঢেউ ছুটে গেল...ভাবলুম, স্বপ্নো হু' মায়া হু, মতিভ্রমো হু! হয়ত দুর্ব্বল মনের একটা দুর্ব্বলতা—কিন্তু তা নয়, ও আমার হাত দুটোকে চুম্বনে ভরিয়ে দিলে...মুহূর্ত্তের জন্ত স্তব্ধ হয়ে রইলুম···নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে। তারপর সে ঘোর কাট্‌ল যখন, তখন দেখি ও আমার দিকে বিহ্বলার মত চেয়ে আছে! কী মধুর ওর তখনকার সে ভঙ্গী!—কী মোহন ভাব!

আমিও ওর হাতদুটো আমার বুকের মধ্যে টেনে নিলুম··· তারপর আবেগভরে তার হাতে একটা চুমো দিলুম···মণি বলে উঠ্‌ল···'La grande···My old boy! What then—?'

সেই পুলকের ঘোর কাটলে ভাবতে লাগলুম···এই যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল, এর মূলে কি আছে?···কতক্ষণেরই বা আলাপ ওর সঙ্গে, কিন্তু ও নির্ভয়ে ওর হৃদয়টা আমায় সঁপে দিলে...

সত্যি, মেয়েরা যদি মানুষ চিন্‌তে পারে, তো বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তাকে তার যোগ্য আসন দিতে মনের ভেতর—মানুষ যদি মানুষই হয়…প্রবৃত্তির দাস না হ'য়ে, পশু না হ'য়ে…তাহ'লে আমাদের এই কৃত্রিমতার পাঁকে ভরা পৃথিবীটাই স্বর্গ হ'বে—স্বর্গ বলে কোন আলাদা জিনিষ নেই, মণি…We make our own heaven and hell…!

মণি বল্লে—Bravo! লেকচারটা থামাও, দাদা! Romance মাটী করো না!

নির্ম্মল আবার বল্‌তে সুরু কর্‌লে—গাড়ী তখন মধ্য প্রদেশের একটা জায়গার কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টানেল গুলো পড়ছে, আর গাড়ী আঁধার হ'য়ে যাচ্ছে…দুই বিনিদ্র চোখ দুষ্টু মিষ্ট হাসিতে ভরে যাচ্ছে……সত্যি, সে ভারী pleasant ব্যাপার! হঠাৎ ও বলে উঠল, তুমি যদি কিছু মনে না কর ত' আমি আমার ব্লাউজটা খুলে ফেলি।

আমি বল্লুম—আমার আবার আপত্তি কি? ও তার স্কাই-ব্লু রঙএর ব্লাউজটা খুললে। তারপর আস্তে আস্তে সেই নগ্ন বক্ষ, নীলাম্বরীর আঁচলটা দিয়ে আবৃত কর্‌লে, সেই কোমল শুভ্রবুকে গানের ছন্দ, সমুদ্রের ঢেউ, কুসুমের বিকাশ যেন সহসা মূর্ত্ত হয়ে উঠল,—আমার মনে হোল যেন কোন্ মোগল বাদশার হারেমে চলে গেছি,—সেখানে যেন অপূর্ব্ব সুন্দরীদের 'নওরোজ'

হচ্ছে! ভগবান কি নারীর সব আশা ভালবাসা দুটী ফুল করে ফুটিয়ে দিয়েছেন তার অন্তরের উপর?...আশ্চর্য্য! বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই ওর...আমি যেন ওর অজানা অচেনা লোক নই···সত্যি, কি নির্ভয় হৃদয় তার—এই জীবনে ঢের শিক্ষিত, মার্জ্জিত, অতি-মার্জ্জিত রুচির মেয়ে দেখেছি, মণি! কিন্তু এই মাদ্রাজী মেয়েটীর মনে যা সাহস, যা বুদ্ধি, যা ভালোবাসা দেখেছি একটা রাত্তিরের ভেতর, এমনটী আর কোথায় দেখিনি! যাবার সময় শুধু ম্লানমুখে বলে গেল, 'Good bye, my boy!'

আমি কোন রকমে প্রতিধ্বনি করলুম 'অ রিভোয়া'। কিন্তু বেশ বুঝলুম, আমার সে কথাটা যেন প্রাণহীন হোল··· ষ্টেশনে আমার জন্যে অফিসের একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। সত্যি মণি, জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা ভুলতে পারি, কিন্তু বিদায় বেলার সেই ম্লান হাসি, সেই করুণ চাউনি, সেই বিনীত বিদায়-প্রার্থনা,—এটা কোন দিন ভুলবো না। সে দিন সকাল বেলার আলোর সঙ্গে বিদায় ব্যথার যে সুর বেজে উঠেছিল, সেই সুরের রেশ চিরকাল আমার কানে বাজবে! এইবার আমার কাহিনী শেষ—কেমন romantic নয়?'

মণি এবার গম্ভীর ভাবে বল্লে...সত্যি, splendid!

রাত অনেক হয়েছিল, মণি ঘুমোতে গেল...নির্ম্মল নীচে গেল 'মধুচক্রের' proof সংশোধন করতে, সেখানে

রঘুয়া এক খানা নীল খামে মোড়া মণির নামে চিঠি দিয়ে গেল…

হাতের লেখাটা অচেনা…বোঝা গেল না কে লিখ্‌চে…

সকালে উঠেই মণি চিঠিখানা পেলে, দেখেই বুঝলে দীপ্তির লেখা…সে পড়্‌তে লাগল…

রাত আড়াইটে

প্রিয়বরেষু,

নির্ম্মল! রাতে চোখের পাতাদুটো কিছুতেই বুজছেনা—যতবার চোখ বুজতে যাই, ততবার মনে পড়্‌ছে তোমায়…

বায়স্কোপের ছবির মত চোখের পর্দ্দায় একটা মুখ জেগে উঠ্‌চে—সে মুখ কার, শুন্‌বে? আমার প্রাণের বন্ধু—আমার সব চেয়ে বেশী আদরের দরদের জিনিষ, তুমি—তোমায় খুঁজছে সে। সত্যি, আমার মনটাকে বুঝছি না…সে কি চায়—কি কর্‌তে চায় সে…মনে হয় বুঝি বা পাগল হ'য়ে যাবে—চোখের সামনে যেন সব গুলিয়ে উঠ্‌ছে…দুনিয়ায় আর কি কিছু নেই—কত কি—লোকের আনন্দ দেবার জন্যে আছে…কত রকমের বিলাসের জিনিষ আছে…আরও কত কি! আমার কাছে কিন্তু সব মিথ্যা—মন বলে, সব ঝুটা হ্যায়—ধন্য আমার মন! সে তার কষ্টি

পাথরে তোমাকেই খাঁটী সোণা বলে চিনেছিল। পেনটার কালি ফুরিয়ে এসেচে। দাঁড়াও, কালি ভরে নেই, সেই সঙ্গে নিজেও এক গ্লাস জল খেয়ে নেই!

না, আর পারি না বন্ধু! এই যে বাঁধন—এই সহস্র বাঁধনে জড়িয়ে আছে মন, দেহ সব, এ কবে খুলবে! আর পারি না—এই অদর্শনের বিরাট বাঁধ আমি ভাঙবোই। বন্ধু আমার! প্রিয় আমার! তোমায় আমার ভালোবাসা জানাই। সত্যি, ভারী মন খারাপ করছে,—

—তোমারই দীপ্তি

পুঃ—দেখ, তোমায় না দেখে, তোমায় দূরে রেখে আমি থাকতে পারবো না, ভাই। আমি এক মতলব করেছি... তোমার সঙ্গেই হ'ব প্রবাসের যাত্রী, টাকার জন্যে বিশেষ গোলমালে বোধ হয় পড়বো না ··তুমি শীগ্‌গির ফিরে এসো··· সব কথা কাছে পেলে বলবো। চিঠি দিয়ো·· আমি এখন সুদূর পথের পথিক···

—'দী'

বারো

মণি তখন ক'লকাতা ছেড়ে বাইরে চলে গেছে, তাও কার কাছে ?...তার নাকি আগেকার এক বন্ধু নির্ম্মল, যে তাকে ভারী ভালবাসতো, তার কাছে। সে নেই এখানে, কেবল চিঠি লেখে, তাও আজকাল অত্যন্ত কম···তার টানটা আজ মণির কাছে হোল তার চেয়েও বেশী ? আচ্ছা, সে তার জন্যে কি না করেছে, তার সমস্ত মন প্রাণ উজোড় ক'রে, যা' তার পক্ষে সম্ভব, তাই দিয়েই তার পূজা করে চলেছে···মানুষ আর কি কর্ত্তে পারে তার প্রেমাস্পদের জন্যে...তার সমস্ত ভালবাসা কি ব্যর্থই যাবে শেষে !...দীপ্তি ভাবছিল অসংলগ্ন ভাবে কেবল মণির কথা।..
আচ্ছা, সে আবার সেদিন হঠাৎ কি না বল্লে 'দীপালি বেহায়া !'...

...কেন ? অমন সরলা বালিকা, অমন চমৎকার ব্যবহার ! আবার তার সঙ্গেই মণি এত ঘনিষ্ঠভাবে সেদিন ইডেন গার্ডেনে আলাপ কর্চ্ছিল, আর সেই আবার এ কথা বলে...এর মানে কি ? দীপ্তি এই সব চিন্তায় বিভোর হয়ে রাস্তা দিয়ে চল্‌ছিল......

......ক্ র্, র্ র্...ক্ র্ র্ র্...'এ বাবু আঁখ ভি নেহি হ্যায়, শুনতা ভি নেহি...বুড়বাক কাঁহাকা, হঠ যাও'...সঙ্গে সঙ্গে এক মহিলা কণ্ঠের চাপা হাসির স্বর...

পেছনে চাইতেই দীপ্তি দেখলে প্রকাণ্ড একখানা মোটর, তার ড্রাইভার রাগতভাবে মুখ খিঁচিয়ে ঐ কথা গুলো বল্‌ছে...ও কি, গাড়ীর ভেতর যে দীপালি !... দীপ্তির সর্ব্বশরীর একটা লজ্জা ও ঘৃণার ভাবে কেঁপে উঠলো। একবার দীপালির মুখের দিকে কঠোর ভাবে চেয়ে দীপ্তি চট্‌করে পাশের একটা গলির ভেতর চলে গেল।

পায়ে জুতো নেই,...উস্কো খুস্কো চুলওলা লোকটা যে দীপ্তি ছাড়া আর কেউ নয়, সেটা খেয়াল হ'তে দীপালির বেশী সময় লাগে নি। মণিকে বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে, অমলকে খবর নিতে বলেও দীপালি যখন প্রায় ১৫।২০ দিন ধরে দীপ্তির কোন খোঁজ পেলে না তখন দীপ্তির ওপর বেশ অভিমান আর একটু রাগও হয়েছিল। যদি কোনও দিন দেখা হয়, দীপ্তিকে প্রথমটা খুব শুনিয়ে দেবে, তারপর দীপ্তি যখন সেধে আবার

আলাপ করবে তখন সে কেমন করে অভিমান করবে, তার মনের গোপন ব্যথা কেমন করে তাকে বলবে, তার সঙ্গে ইচ্ছে ক'রে বেড়াতে বেরিয়ে, সন্ধ্যে হয়ে গেলে অন্ধকারের মধ্যে ভয় পাওয়ার ছলে, কেমন ভাবে দীপ্তির গলা জড়িয়ে গল্প করতে করতে বাড়ী আসবে...এই সব কল্পনাই সর্ব্বদা দীপালির মনে খেলতো। আজ হঠাৎ এ রকম ভাবে দীপ্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে দীপালি ভড়কে গেল।...হাঁসবার পর মূহূর্ত্তেই, চার চোখের যখন মিলন হোল, দীপালি তখন এত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল যে তার মনে হচ্ছিল সে যেন মাটীর সঙ্গে মিশে গেছে। এঃ দীপ্তি কী ভাবলে, ওর চোখে মুখে কি ভাব এখন ফুটে উঠেছে, নিশ্চয়ই ঘৃণার? দীপালি ড্রাইভারকে বল্লে 'এই, হিঁয়া ঠারো, হাম আতা হ্যায়।'

দীপালি নিজেই ত্রস্তপদে নেমে দীপ্তি যে দিকে গিছল, সেই গলির পথ দিয়ে চললো। মিনিট দশেক এইভাবে ঘোরার পর যখন দীপ্তির কোন পাত্তা পেলে না, দীপালি তখন মৌন মুখে গাড়ীতে ফিরে এল···ড্রাইভারতো অবাক্। মা-জির মুখ হঠাৎ এ রকম শুকিয়ে কালীর মত হয়ে গেল কেন? ছাতুখোর অত শত কিছু বুঝলে না......

রাতে এসে দীপালি খেলে না, বল্লে 'শরীর খারাপ।' নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দীপালি জানলার গরাদে ধরে

দাঁড়িয়ে দূরে অন্ধকারের মধ্যে, পথের রেখাটুকুর দিয়ে চেয়ে রইল...ঐ গলি দিয়ে সেই বক্তৃতার পরদিন দীপ্তি চলে গেছে... আর তার কাছে আসেনি ..আজ সে তার দেখা পেলে 'কিন্তু ওঃ ভগবান, এমন অবস্থায়?' দীপালি লোহার গরাদে দুটো শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল, যেন হাত না ছেড়ে যায়। যতক্ষণ পারে ঐ পথের রেখার দিকেই চেয়ে আজ তার প্রাণ মন ভরাবে. .দীপালির দু'গাল বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

*   *

...এত রাতে কে আসে পথ দিয়ে? ঐ যে দীপ্তি না? হ্যাঁ তাইত, তবে...? তবে কি দীপ্তিরও মনে পড়েছে তাকে... ঐ যে এল...ও বাবা দেয়াল বেয়ে উঠছে যে?...এবারে জান্‌লার ধারে, ঠিক সাম্‌নে...সেই মিষ্টি মধুর হাসি...কি বল্‌ছে?

...রাগ করেছ দীপা? লক্ষ্মীটি, কিছু মনে করো না, তোমার জন্যে ভেবে ভেবে রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুরেছি, কিন্তু আস্‌তে পারি নি, কেন জান্? ..নাঃ, এখন আর ওসব নয়... দীপা, কাঁদছ?...কেন, আমি তোমারই...দীপা আমার!...সে

দীপাকে চুম্বন করলে ..দীপালির শরীরের ওপর দিয়ে তীব্র আনন্দের একটা হিল্লোল বয়ে গেল···

আজ আসি, দীপা !···দীপালি দীপ্তির গলা জড়িয়ে ধরেছিল যে ফুলের মত নরম হাত দুটী দিয়ে, তা মুক্ত করে নিলে... মূর্তিটী সাঁ করে সেই পথের শেষেই মিলিয়ে গেল···একটা শব্দের সঙ্গে দীপালি মেঝেতে পড়ে গেল।

*　　　　　　*

এ কি... ? সব মনের বিকার না কি ? সত্যি মাথা যে আমার খারাপ হ'তে চললো···তাহলে এতক্ষণ সব স্বপ্ন দেখছিলাম জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে ?...দীপালি শীতকালেও ঘেমে উঠলো। আস্তে আস্তে গিয়ে দীপালি এবার নিজের পড়বার চেয়ারটীতে বসলো, তারপর হাতদুটী টেবিলের ওপর মুড়ে রেখে, তারই মাঝে মুখ গুঁজে রইল পড়ে। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকতেই ঘুম এসে তার সকল ক্লান্তির অবসান ক'রে দিল .. সকালে যখন উঠলো, তখন আটটা বেজে গেছে। আরসীতে নিজের মুখ দেখে দীপালি নিজেই চমকে উঠলো, তারপর অস্ফুটস্বরে বললে, 'আচ্ছা, দীপ্তি ! জীবনের শেষে সুখ দুঃখের হিসাব নিকাশ দেখা যাবে। তুমি কি কোন দিন ভুগবে না ? আমাকে যে পোড়ান পোড়াচ্ছো, অন্ততঃ তার কিছুটা যেন

তোমায় ভোগ করতে হয়! তখন দেখা যাবে, সহ্য করার ক্ষমতা, দীপার কতটা, দীপ্তিরই বা কতটা!'...

বেলা তখন দশটা। চাকর একখানা চিঠি দিয়ে গেল, দীপালি খামটা খুল্লে। চিঠিতে কাঁপা হাতের অক্ষরে লেখা মাত্র এই কয়টী লাইন—

*　　　　*

...'তুমি' বলা এখন ধৃষ্টতা হবে ব'লে 'আপনি' বলেই সম্বোধন ক'রে বল্‌ছি...মানুষ হ'য়ে মানুষের দুরবস্থা দেখে পরিহাস করার চেয়ে বেশী আঘাত দেওয়া মনে, আর কিছু দিয়েই সম্ভব নয়। তাও আবার, দেবী বলে যাঁদের মনে করি, 'মা'র' জাতি যাঁরা, তাঁদের কাছ থেকে এটা কোন মতেই আশা করা যায় না। কোন সময়ের এক হতভাগ্য বন্ধুর স্মৃতি হিসেবেও দীপালি দেবী কথাটি মনে রাখবেন, আশা করি...

*　　　　*

দীপালির চোখের ওপর টুক্‌রো কাগজখানির কাঁপা অক্ষর গুলি জ্বল্ জ্বল্ করছিল।

'দীপ্তি ভুল করেছে। আমি হেসেছিলামও ভুলে। স্বীকার করিঃ অন্যায়, কিন্তু এই সামান্য কারণে দীপ্তি এইভাবে চিঠি

দিয়ে উধাও হবে, এ যেন কি রকম মনে হ'চ্ছে। কিছু ঘটেছে, যা সাধারণের থেকে একটু আলাদা, যার গুরুত্ব বোধ হয় কেবল দীপ্তিই উপলব্ধি কর্ত্তে পারে। দুত্তোর, যত ভাবনা কি ছাই আমারই মাথায় আসে,...অস্ফুটস্বরে দীপালি কথাগুলো ব'লে, চিঠিটা দেরাজে বন্ধ করে রেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো...মুখে একটা চাঞ্চল্যের, একটা ব্যস্ততার ভাব, যেন ভীষণ কোন কাজে মত্ত!

* *

দীপ্তি ঘুরে বেড়ায় শুধু রাস্তায় রাস্তায় নয়...যখন যেখানে খুসী...ট্রামে, বাসে, ইডেনগার্ডেনে, পার্কে পার্কে...। সঙ্গে থাকে তার একখানা বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' আর রবীন্দ্রনাথের একখানা গানের বই। ট্রামে চ'ড়ে ব'সে, এমন জায়গায়, আর এমনি ভাবে,...ভাবুকের মত, যে ট্রামের সকল লোকই, ছেলেটার দিকে একবার কৌতূহলের দৃষ্টিতে না চেয়ে থাকতে পারে না...বড় বড় চুল অযতনে পাশে ও পেছনে ওল্টান—দমকা হাওয়ায় উড়ে সাম্নের দিকে আর কানের ওপর প'ড়ে, তার সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর ক'রে তোলে...দীপ্তি নিজের মুখের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে; যে সব লোক তার পানে চেয়ে থাকে, তাদের চোখের ভাষা থেকে।

বাসে চড়বে কি ট্রামে চড়বে, এই সামান্য জিনিষে দীপ্তির মাথাটা সেদিন গোলমাল হয়ে গেল···দুখানাই আসছিল জোরে ···যে আগে চৌরাস্তার মোড়ে পৌছুতে পারে, তারই যাত্রী হবে বেশী। দীপ্তি উঠতে গেল চলন্ত ট্রামে, মোড়ে পৌছুবার আগেই...অসাবধানে তার হাতটা গেল ফসকে—গাড়ীশুদ্ধ লোক হৈ হৈ করে উঠল...মোটর বাসখানাও একটা ক্যাঁ-াঁ-াঁ-চ শব্দের সঙ্গে ঠিক দীপ্তির মাথাটার কাছে এসে থেমে পড়লো...

চশমাচোখে বুড়ো এক ভদ্রলোক, মেজাজ ঠিক না রাখতে পেরে বলে উঠলেন—'কি বেয়াড়া ছেলেরা মশাই, আজকালকার, গাড়ী থামবার পর্য্যন্ত সবুর সয় না, বেশ শিক্ষা হয়েছে'...

দীপ্তি যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেটা তিনি খেয়াল করেননি তখনও···

ট্রামের কয়েকজন আরোহী দীপ্তিকে তখন হাঁসপাতালে পাঠানর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন···

বীণা আর দীপালি সেই ট্রামেই ছিল, একজন লোক চাপা পড়েছে, এই রকম একটা গোলমাল তাদের কানে এসেছিল, কিন্তু পাছে ভয়ানক রক্তাক্ত কিছু দেখতে হয়, এই ভয়ে দুজনের কেউই লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করেনি।

জ্ঞান হতে দীপ্তির বেশী সময় লাগেনি...অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও দীপ্তি এত লোকের কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার

জন্যে, উঠে দাঁড়াল...তার মাথার এক পাশ দিয়ে ঘনচুলের ভেতর থেকে রক্ত চুঁয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ডান দিকের পায়ের হাঁটুও বেশ কেটে, কাপড় খানাকে লাল রঙে রঙিয়ে দিয়েছিল···। সে উঠে দাঁড়াতেই কতকগুলো লোক হাঁ হাঁ ক'রে উঠল 'মশাই, করেন কি। Ambulance আস্‌ছে, হাঁসপাতালে আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

—একটা ম্লান হাসি হাসার সঙ্গে দীপ্তি বলে উঠল, 'কোন দরকার নেই মশাই, আমার একটু এগিয়েই বাড়ী, আমি এই ট্রামে এখুনই পৌঁছে যাব। দীপ্তি পকেট থেকে রুমালখানা বার করে মাথার যে পাশটা কেটে রক্ত গড়াচ্ছিল সেই দিকটা চেপে ধরে, একেবারে সাম্‌নে গিয়ে বস্‌লো···পেছনেই বসে বীণা আর দীপালি। বীণা, দীপালিকে বল্‌লে 'উঃ কী রক্তটাই বেরিয়েছে দীপা, তার ওপরও ছেলেটা চ'ল্লো কোথায়?'···দীপালি কোন উত্তর দিলে না, কিন্তু তার প্রাণের ভেতরটা বল্‌ছিল 'ছুটে যাই, দীপ্তিকে নিয়ে এখুনি বাড়ীর দিকে···ওঃ, নিশ্চয়ই খুবই যন্ত্রণা হ'চ্ছে! দীপালির ছু'চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল।

...বীণা হেসে ফেল্লে, বল্লে, 'কি দীপা, কাঁদ্‌ছিস্ যে? আরে, তোর আবার কি হোল?'

'দীপা'...নামটা শুনেই দীপ্তি সচকিতে ফিরে চাইল পেছন দিকে...সত্যিই দীপালি! মুখখানায় কেমন যেন কাতর ভাব...

চোখ দুটো জলে ভেসে গিয়ে, তার ধারা উপ্‌ছে পড়ছে দু'গাল বেয়ে...দীপ্তি হতভম্ব হয়ে দীপালির দিকে চেয়ে রইল—মোটরে দীপালি, আর আজ এই ট্রামে দীপালি,—দুটী সম্পূর্ণ আলাদা ছবি, কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা সত্যি?

দীপ্তির অর্থহীন চাউনীতে দীপালি প্রথমটা একটু ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গিছ্‌ল···নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে দীপালি তারপর দীপ্তির পাশে গিয়ে বস্‌লো।···'দীপ্তিময় বাবু, একি! আপনার মাথার কাটা থেকে যে রক্তপড়া বন্ধ হয় নি···চলুন, চলুন, আমাদের বাড়ীতে, আমি নিয়ে যাচ্ছি, আসুন!'

দীপ্তিকে কোন কথা বল্‌তে না দিয়ে' দীপালি তার হাত ধরে আস্তে আস্তে ট্রাম থেকে নামিয়ে নিলে, তারপর বীণাকেও ডেকে নিয়ে একখানি ট্যাক্সিতে উঠে বাড়ীর দিকে চল্‌লো।

গাড়ী এলগিন্‌ রোডের মোড়ে এলে বীণা নেমে গেল, দীপালি বল্লে 'বীণ্‌, কাল দেখা করিস্‌, ভাই, বুঝ্‌লি?'

বাড়ীতে পৌঁছে, দীপালি দীপ্তিকে তার পড়ার ঘরে বসিয়েই দাদাকে আর বুড়ো বাবাকে খবর পাঠালে···একজন চাকরও ছুট্‌লো ডাক্তারের বাড়ী।

দীপ্তি কোন কথা বলেনি। ভাব্‌ছিল চুপ করে, যে দেখাই যাক্‌, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়!

ভেৱ

শোফায় শুয়ে দীপ্তি তখন একখানা কবিতার বই পড়ছিল, দীপালি এসে বসলো তার পাশেই একটা চেয়ারে। দীপ্তি বলে উঠলো, 'কি দীপালি, কাজ কর্ম্ম নেই, বিকেল বেলাও আবার গল্প করতে বসবে না কি? এবার কিন্তু অমল এসে ঠাট্টা করবে, তা বলে দিচ্ছি।

'গল্প করতে আসিনি দীপ্তিময়বাবু! ইচ্ছেটা নিজেরই, তাই স্পষ্ট ক'রে বল্লেই হয়। বেশ ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখছেন, যাহোক, তা ভাল। এখন বলছি কি, মণিবাবু এসেছেন! বাইরে বাবার সঙ্গে গল্প কর্চ্ছেন। ঘরে ঢুকে যখন আপনাকে দেখবেন তখন আমি কিন্তু সব বলে দোব...যে, আপনি বাড়ীতে

না ব'লে বন্ধুর বিয়েতে যাচ্ছেন এই আভাষ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, পথে রক্তপাত তারপর আজ দু'দিন থেকে এখানেই। হ্যাঁ, আবার আমার ওপর রাগ, অভিমান···সে কথাও, কেমন?' দীপালি কথাটা বলে, মুচকে হাসলে।

দীপ্তি একটু ভেবে, বললে, 'রক্তপাতের ব্যাপারটা, মণি তো দেখেই বুঝবে, মাথার ব্যাণ্ডেজ এখনও বর্ত্তমান ..কিন্তু দীপালি, অন্যগুলো আর ব'লো না, তাহ'লে বাড়ীতে ঠিক খবর পাবে আর আমার সব plan যাবে মাটী হ'য়ে।'

'কি রকম? আপনি বাড়ীতে না জানিয়েই পালাবেন? এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না! আমিই তাহ'লে আপনার সব গোলমাল করে দোব।'

'লক্ষ্মীটি দীপালি, ছেলেমানুষী ক'রোনা। তুমি আমায় ভালবাস, বন্ধু ব'লে মনে করো, আমিও তোমায় সেইভাবেই দেখি। তোমায় আমি কতকগুলো কথা বল্‌ছি তুমি ভেবে দেখো, তারপর যা ভাল মনে হয় কোরো। দীপালি! বাঙ্গালী মা, ছেলেকে ভালবাস্‌তে জানে বটে, কিন্তু মানুষ করে তোলা কাকে বলে তা জানে না—বাঙ্গালী মেয়ে ছেলেবেলা থেকে পুতুল খেল্‌তে শেখে, তাই বড় হলেও ছেলেকে তারা পুতুলের মতই খেলার জিনিষ, আদরের জিনিষ, করে রাখতে চায়—পুতুলের কোন জায়গায় আঁচড় যাতে না লাগে সেই

জন্মই তারা সচেষ্ট। বিপদের মধ্যে না পড়লে, নিজের অন্তরের সূক্ষ্ম প্রেরণাগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার সুযোগ না পেলে, কেউ কখনও মানুষ হ'তে পারে, দীপালি? বেঁচে থাকার মুখ্য উদ্দেশ্য দুটী খেতে ও পরতে পাওয়া নয়, খাওয়া পরাটাই বাঁচবার উদ্দেশ্যে। এই বাঁচার আবার রকমফের আছে। সাধারণের বাঁচা হ'চ্ছে, কোন রকমে জগতে এসে পড়েছে, মরণের হাত থেকে এড়িয়ে থাক্‌বার জন্যে যা'র দরকার, তাই পাওয়া নিয়ে। তার চেয়ে যারা কিছু বেশী চায়, তারা ওরই মধ্যে কোন রকমে খানিকটা আমোদ আহ্লাদ করে নেয়। বাকী কতকগুলো লোক, যারা সত্যিই জীবনকে অনুভব কর্ত্তে ইচ্ছা করে তাদের মধ্যেও অনেকরকম ভাগ আছে তবে বেশী কথা এখন এ সম্বন্ধে বলা অসম্ভব, দীপালি। কেবল আমার নিজের জীবনের দিক দিয়ে বলি,—আমি চাই মানুষকে ভালবাসতে, সত্যিই ভালবাস্‌তে...তার ভাণ করতে নয়! আর তাদের দিক থেকেও ঠিক তার প্রতিদান পেতে! অবশ্য না পেলেও আমি কুণ্ঠিত হব না। এ একটা নতুনের নেশা দীপালি, এ নেশায় মানুষ সমস্ত জিনিষকে রঙীন দেখ্‌বে। এ নেশা মানুষকে নিজের সত্তা ভুলে যাবার শিক্ষা দিবে, মনকে সজীব কর্‌বে, উন্নত কর্‌বে, আর স্বর্গীয় সুখ ব'লে যদি কোন জিনিষ থাকে তো এ নেশায় মশগুল যে, তার পক্ষে তা পাওয়া সবচেয়েও সহজে সম্ভব।

লোকে আমায় পাগল ভাবে দীপালি, আমি সব কথা তাদের বল্‌তে পারি না, বোঝাতেও চাই না···লাভ নেই···আবার এখন তোমার কাছেও, কেন জানি না সঙ্কোচ আস্‌ছে।

'দীপ্তিময় বাবু, এই সঙ্কোচটাই তো ছাড়্‌তে হবে। মনে পড়ে প্রথম দিনের মণিবাবুর অবস্থা? আমিও আপনাকে বলি আমাদের সামাজিক জীবনটা বিশ্রীভাবে বেড়া দেওয়া। বাঙ্গালীর ঘরে ছেলে মেয়েরা অবাধে খেল্‌তে পারে, মিশ্‌তে পারে মাত্র সাত, বড় জোর আট বছর বয়স পর্য্যন্ত। তার মধ্যেই শিক্ষার দোষেই বলুন বা অভ্যাসের দোষেই বলুন, বিয়ে বিয়ে করে মেয়েদের মনে, অসময়ে একটা এমন ভাব জাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তার প্রশ্রয় দেওয়ার অনুকূল এমন সব বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ হয়, যাতে ছেলেদের আর মেয়েদের জগতটা চট্‌ করেই আলাদা হয়ে পড়ে। মাঝে পড়ে যায় একটা অদৃশ্য পর্দ্দা, তার একদিকে যারা থাকে, তারা অপর দিকের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ফলে হয় কি, উভয়ের মনেই একটা অস্বাভাবিক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়; আর সেটা যে শরীরের ও মনের পক্ষে বিশেষ হিতকারী নয় তা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয় এই সমস্ত ছেলে মেয়ে, যখন ভবিষ্যতে যায় সংসারে ঢুকৃতে, তখন তাদের সেই অস্বাভাবিক কৌতূহলের ফলে, আর উভয়ের অজানা জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে, জীবনের অনেকটা ভাল সময় ও শক্তি তারা নষ্ট

ক'রে ফেলে...এটা সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর! এই রকম অনেক জিনিষ আছে, দীপ্তিময় বাবু! যদিও আমি বাঙ্গালী মেয়ে, কিন্তু সাহস করে এ সমস্ত সম্বন্ধে পুরুষের সঙ্গে তর্ক করতে আমি মোটেই লজ্জা পাই না। আমি বরং চেষ্টা করি, আর বলিও আমার ক্লাশের বন্ধুদের, যে যতটা পারবে দেশের সম্বন্ধে সমাজের সম্বন্ধে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলাপ করবে, তাতে আমাদের দুদিকেরই উপকার। যতদিন না পর্দ্দা, জাতিভেদ এসমস্ত তুলে দিয়ে ছেলেমেয়েদের আমরা মুক্ত করে দিতে পারছি ততদিন আমাদের উন্নতি নেই...দীপালি চুপ 'করলে হঠাৎ... মণি তখন দরজার ধারে দাঁড়িয়ে, বলে উঠলো, 'তারপর, দীপালি! বলে যাও শুনি। থামলে কেন? দীপ্তি এখানে এখন? আবার মাথায় ও কি জড়ান'?

দীপালি চেয়ার একখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বসুন' মণিবাবু! এর মাথা কেটেছে ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে। আমাদের একটু সমাজ নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছিল···এর সঙ্গে আজ থেকে সত্যিকারের বন্ধুতা পাতালুম'···দীপালির উজ্জ্বল মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো···মণি চম্‌কে উঠলো, অস্ফুটস্বরে বলে ফেলে, 'তার মানে?'

'মানে আবার কি, মণিবাবু!, দীপ্তি আপনারও যেমন বন্ধু, আমারও তেম্‌নি। ভয় নেই ছিনিয়ে নেব না!

দীপালি হাসতে লাগল। দীপ্তি বল্লে, 'তাহ'লে দীপালি, 'আপনি' কথাটা আজ থেকে তুলে দাও, আমরা তিনজনেই এখন পরস্পরের বন্ধু, এক আদর্শে এক পথে চলবো'···

তিনজনেই স্বীকার করলে তাই হ'বে, তবে মণির যেন গোড়া থেকেই ব্যাপারটা কেমন মনে হচ্ছিল...

খানিকক্ষণ চুপ করে থাক্‌বার পর দীপ্তি জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, অমল বেরুল কোথায় ?'

'তা জান না, দাদা আজকাল ব্যবসায় নেমেছে, বাইরে চলে গেল, এখন সপ্তাহখানেক ঘুরবে, তারপর ফিরবে।'

মণি বল্লে, 'থাক্ এখন গল্প, দীপা। একটু গান গাও, আর ক'টা দিন, দেশ ছেড়ে তো চল্‌ছি। তখন আর সাধতে আস্‌বো না'...মণির কথায় একটা শ্লেষের সুর। দীপ্তিও বল্লে, 'বেশ, তাই চলুক' ..

দীপালি অর্গানে সুর ধর্‌লে

"—কত গান ত' হোল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়া—?"

গান শেষে দীপ্তি বল্লে, 'দীপালি, হঠাৎ এ বেদনার সুর আজ কেন ?'

মণি ছিল চুপ ক'রে। ভাবছিলো হয় তো, সেই গানের কথা—যার বেদনার সুরের রেশ তখনও কাণে বাজছিলো ..

দীপ্তির অনুরোধে দীপালি আর একখানা গান ধরলে সুরট-মল্লারে—

"—এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর হে সুন্দর!"

দীপ্তি খুসী হয়, মণি চম্‌কে ওঠে...দীপালি ভাবে কোথায় যেন মনের তার ছিঁড়ে গেছে...

গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুক্‌লেন দীপালির বাবা· পলিতকেশ বৃদ্ধ...'দীপা মা, আজ যে মেঘ না চাইতেই জল... ওঃ, মণি, দীপ্তি দুজনেই রয়েছ! বেশ, বেশ। বৃদ্ধ একখানি সোফায় হেলান দিয়ে শুলেন...

আলাপ আবার নতুন ক'রে সুরু হোল...এবার আর শুধু স্বদেশ-বিদেশ নয়...ব্যক্তিগত কথা ..সাহিত্যের কথা...রবিবাবু, টমাস হার্ডি, গয়্‌টে প্রভৃতি সকলেরই প্রসঙ্গ উঠলো। বিবাহিত জীবনের সুখ—সমাজে নারীর স্থান—জার্ম্মান পণ্ডিতদের সংস্কৃত-চর্চ্চা ইত্যাদি, ইত্যাদি। মণি এতক্ষণ মুখ নীচু করে বসেছিল, বৃদ্ধ তার মাথার উপর সস্নেহে হাতটা রেখে

বললেন, 'আশীর্ব্বাদ করি, বাবা, নূতন জীবনে সুখী হও।' তারপর দীপালির মাথায় হাত রেখে বললেন, 'মা, দীপা'— আর কোন কথা ফুটলো না, হঠাৎ বৃদ্ধের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল...

ব্যাপার কি? দীপ্তি চুপ করে বসে আছে, সে শুধু দেখলে— মণি একবার জনান্তিকে দীপালির দিকে চেয়ে একটু মুচকে হাসলে আর দীপালিও শিশুর মত সহজভাবে সেই হাসি ফিরিয়ে দিলে, ...যেন তারায় তারায় নির্ব্বাক আলাপ। দীপ্তি দেখলে— দীপালি বড় সুন্দর। তার টানা ভুরুর নীচে কালো চোখের কোমল চাউনিটি যেন মিনতিপূর্ণ আহ্বানে ডাকছে—

> 'যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
>
> সলিল মাঝে!'

আর মণি?—দীপ্তির চেয়ে সে বয়সে বড় বটে, কিন্তু কী সুন্দর তার দেহ! তার হাতদুখানি যেন কোন্ ভাবুক শিল্পী খোদাই করে দিয়েছে মর্ম্মর প্রস্তরের স্তূপ থেকে। আর তার ঠোঁট দু'খানি যেন যুগযুগান্তের মোহন স্বপ্নে তন্ময় হয়ে আছে! দীপ্তির ইচ্ছা হচ্ছিল—মণির বুকে ছুটে গিয়ে পড়ে সাগরের ভৈরব তরঙ্গের মত, আর বলে, 'হে অন্তরের অন্তরতম, এই নাও আমার প্রেমচুম্বন তোমার গালের উপর, বুকের উপর,

মনের মাঝে!'...কিন্তু ক্রমশঃ যেন ব্যবধানের এক বিরাট প্রাচীর গড়ে উঠছে দুজনার মাঝখানে। ঘরের ভিতরকার বাতাসটাও বড় গরম বোধ হতে লাগল, তখন দীপালি বললে, 'দীপ্তিময় বাবু, সেদিনকার 'পিটার প্যানের' ছবি আপনার কেমন লাগল, বলুন?'

দীপ্তি হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত চমকে উঠল। 'পিটার প্যান্? ওঃ, সেটা আমেরিকার পলিটিক্যাল ছবি—জাতীয়তার সুরটা বড্ডো বেসুরো বাজান হয়েছে পরীদের রাজত্বে! যেন কল্পনার রাজত্বে, ইউক্লিড মহাশয়ের আবির্ভাব!'

সকলেই হো হো, করে হেসে উঠল। মণিও বাদ গেল না।

রাতও অনেক হোল দেখে মণিই শেষে উঠে পড়লো, বল্লে, 'আজ তাহ'লে আসি। দীপ্তি, যাবে নাকি?'

দীপালি হেসে ফেল্লে, বৃদ্ধও কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই দীপালি বল্লে, 'না মণি, দীপ্তি যাবে না, কারণ আছে।'

মণি মুহূর্ত্তের জন্য বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলো, ভাবলে এ আবার কি হলো! মণি একবার দীপালির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

তার মনের ভাব দীপালি আগে থেকেই বুঝে নিয়েছিল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দীপালি আবার দীপ্তির ঘরে এসে

বস্‌লো...ঠিক করলে—নাঃ, দীপ্তিকে সব ব্যাপার খুলে বলা উচিত। এদিকে দীপ্তিও ভাবছিল, দীপালিকে বলে পরদিন সকালেই সেখান থেকে বিদায় নেবে, কারণ মণির সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত করতে হবে বিদেশ যাবার। কথাটা দীপ্তিই পাড়লে 'দীপা, মাথাটা কাটায় তো বেশ লাভ হোল দেখছি, প্রথম তো তোমার মত বন্ধুলাভ, দ্বিতীয়তঃ এ ক'দিন বেশ আমোদে তোমার সঙ্গেই কাটান গেল। এখন কাল তো আমায় চল্‌তে হয়।

'কাল? কেন?'

'বিদেশ যাবার বন্দোবস্ত তো কর্‌তে হবে। তাও আবার বুঝছো তো, আমাকে সব ব্যাপারটা কিরকম সতর্কভাবে আর লুকিয়ে কর্‌তে হবে। যাক্‌, বন্ধু বলে মনে রেখো' আর দেখা তো হবেই, যাবার আগে!'

দীপালি যা বল্‌বে ভেবেছিল, সব গেল গুলিয়ে। দুজনে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসে রইল, দীপালি বল্‌লে 'দীপ্তি, সত্যিই কাল যাবে?'

'হ্যাঁ, দীপা'

দুজনে আবার চুপ...

অতি কষ্টে দীপালি বল্লে 'দীপ্তি, ভবিষ্যতে যে ভাবেই আমাকে পাও না কেন, বন্ধু বলে মেনে নেবে তো, আর ঠিক এমনই ভাবে? পার্ব্বে?'

দীপ্তি, দীপালির মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল, কথার কোন অর্থ না করতে পেরে...দীপালি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, দীপ্তির হাত দুটী নিজের মুঠোর মধ্যে ভরে বল্লে 'বল দীপ্তি, পার্ব্বে ?'

দীপ্তির প্রাণটা এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল, তার মুখ থেকে কাঁপা গলায় বেরিয়ে এল দুটী কথা 'পার্ব্বো দীপা'

দীপালি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিলে। দীপ্তি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে একা অন্ধকার ঘরটায় বসে ভাবতে লাগলো, 'ব্যাপারটা কি ? ..

●

● ●

শেষের কথা

দীপালিদের বাড়ী থেকে সেই যে দীপ্তি গেল, তারপর প্রায় দশদিন কেটে গেছে, দীপ্তি আর দেখা কর্ত্তে আসে না। দীপালি তো ভেবেই আকুল। মণিকে রোজ জ্বালাতন করে, সে বেচারী কোন উত্তর দিতেই পারে না, বলে 'আমার সঙ্গে বাইরে যাবার সব কথাবার্ত্তা কয়ে গেল কিন্তু আর দেখা করেনি, কোন খবরও দেয় নি। বাড়ীতে গিছলুম খবর নিতে, কিন্তু পেলুম না, সেখানে বল্লে যে সে এখানে খুব কম থাকে। ব্যাপার কি বুঝলুম না।'

তাহলে কি হবে মণি ? তাকে একবার খবর দেবে না ?'

'দেখা যাক্, কি করা যায়'

দীপ্তি বাড়ীকে হাত কর্ত্তে না পেরে একেবারে মুষড়ে গেল, ঠিক করলে একেবারে পালিয়েই যাবে। কিন্তু মণি ও দীপালির সঙ্গে আর কোন মুখে দেখা করবে? না করাই ভাল। দীপ্তি কলেজ ছাড়লে, কবিতা লেখে আর ঘুরে বেড়ায় চারদিকে, কিসের বেদনায়, কিসের খোঁজে—তা সেই জানে। সাঁঝের আকাশের প্রথম জেগে ওঠা তারার যে ব্যথা—এখন, ও তা' নিজের বলে ভেবে নেয়·· শুক্লাএকাদশীর রাতের বিরহী শশীর বিরহ যাতনা যেন তারই। বাতাসের ঐ যে হু হু শব্দ, ও যেন তারই বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস। তাকে দেখ্‌বে, মাঝে মাঝে গেয়ে বেড়াচ্ছে···

—চপল! হে কালো কাজল আঁখি!
ক্ষণে ক্ষণে এসে চলে যাও থাকি থাকি!

চুপ করে···আবার কি ভেবে সুরু করে···

এলো যে আমার—মন বিলাবার পালা!
খেলিব এবার—সব হারাবার খেলা
যা কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি
হে কালো, কাজল আঁখি—

গেয়ে যায় ঐ কটা লাইন সে···পাগলের মত, প্রাণের দরদ দিয়ে···। লোকে কত কি বলে ওর পেছনে, দীপ্তি খেয়ালও

করে না। আশ্চর্য্য কিন্তু তার সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না, তার মুখের ভাব দেখে। ভুলে মাঝে মাঝে সে এক একটা অদ্ভুত কাজ ক'রে বসে,—যেমন সেদিন চায়ের টেবিলে বসে শূন্য পেয়ালায়ই দিলে চুমুক, সকলে তো হোঃ হোঃ করে একচোট হেসে নিলে। আর একদিন তার একজন পূজনীয় গুরুজন ঘরে থাকতেও খেয়াল না করে সুইচটা টিপে আলোটা দিয়েছিল নিবিয়ে...শেষে অপ্রস্তুতের একশেষ!

দিন এম্‌নি ভাবেই কাটে, সে জানে পুরুষের এ ভাবে থাকা উচিত নয়,...প্রাণ তার যতই কোমল হোক, অন্তর যতই মমতায় ভরা হোক...সহ্য তাকে কর্ত্তেই হবে...

কর্ম্মীসদনের প্রধান পাণ্ডা সে...কত রাত্তির রোগীর পাশে কাটিয়েছে...পথে পথে কাজে কর্ম্মে ঘুরে কতদিন সে অনাহারে থেকেছে...এখনও সে ঘোরে, তবে উদাসভাবে, নিরুদ্দেশের যাত্রীর মত...। দেখলে তাকে মনে হয়, ঐ জলভরা আকাশটার গম্ভীর বুক থেকে যেমন জলধারা পড়ে· তেমনি ওর বুকও বুঝি কোন দিন ভেঙ্গে পড়বে! কিন্তু কই না...ও কি তবে পাষাণের তৈরী? দেখলে ওকে বেশ বোঝা যেত মনের ওর একটা জোর আছে। বন্ধুরা বলা বলি কর্‌ত...সময় সময় ওর দেখা পেলে ওকেও বলতে ছাড়তো না...'দীপ্তি! তুই কি পাগল হ'লি না কি? সামান্য একজনের জন্যে নিজের parts

খোয়াচ্ছিস্। ওই কি তোকে পরে গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌বে মনে করিস্?'...দীপ্তি চুপ করে থাকে, কি ব্যথাভরা তার চাউনী··· দারুণ ঝড়ে বিরাট বটগাছের শাখা নুয়ে পড়েও ভাঙ্গতে চায় না!

রাত দশটার সময় দীপ্তি সেদিন যখন বাড়ী ফিরে এল... দেখলে তার বৃদ্ধা পিসিমা তখনও জেগে তার খাবার আগলে···আর সকলেই পড়েছে ঘুমিয়ে। বৃদ্ধা দীপ্তিকে ছোটবেলা থেকেই খুব ভালবাসতেন, তাই দীপ্তির খাওয়া পরা সবই, তাঁর নিজে দেখে না দিলে চল্‌তো না। জগতের মধ্যে এই ছিল একমাত্র জায়গা, যেখানে এত দুঃখের ভেতরও দীপ্তি কতকটা শান্তি পেত। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে রোজ যখন দীপ্তি ঘরে ফেরে, বৃদ্ধার বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে... দীপ্তির শুক্‌নো, উদাস মুখখানার দিকে চেয়ে বৃদ্ধা সেদিন কেঁদেই ফেললেন 'বাবা দীপ্তি, না খেয়ে না দেয়ে, জীবনটাকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবি ভাই? এ গ্রহ কেন ভাই, খাও দাও, ফুর্ত্তি করো, কে তোমায় বারণ করছে? আমার বুকটা যে ফেটে যায়!' দীপ্তির চোখ জলে ভরে এসেছিল, মুখখানা আলোর দিক থেকে চট করে ফিরিয়ে, দীপ্তি নিজেকে সাম্‌লে নিলে। কোন রকমে খাবারগুলো পাখীর মত ঠুক্‌রে সে উঠে পড়লো।

দীপ্তি ঘুমুতে যাবে, এমন সময়ে তার পিসিমা এসে হাতে

দিলে একখানা এসেন্সের গন্ধশুদ্ধ পাউডার মাখা কার্ড…লেখা গুলো তার চোখে এসে যেন তীরের মত বিঁধলো…

বন্ধু,

আজ তোমার আসা চাই-ই। সত্যিকরে একপথ আজ নিয়েছি।

—দীপালি ও মণি

পুনঃ—বন্ধু এখন তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ত্তে ভুলো না—

—দীপা

দীপ্তির হাত থেকে কার্ডখানা কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল, সে সেটা কুড়িয়ে নিলে তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লো ঘন আঁধারের ভেতর। যাবার সময় একটা আধ ফোটা লাল গোলাপ বাগান থেকে নিলে ছিঁড়ে· এতদিন তাহলে কি সব ভুল হয়ে এসেছে?…হবেই বা! কিন্তু এই ফুল—এ তো প্রাণের রসে জন্মেছে, হৃদয়ের তাজা ঘুমের রঙে এ তো রঞ্জিত; এ উপহার তো ভুল হতে পারে না… কিছুতেই না। দীপ্তি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চল্‌লো, তার দু'গাল বেয়ে যে জলের স্রোত গড়িয়ে পড়ছিল চোখ থেকে, তা লোকের অজানাই রয়ে গেল।

দীপালিদের বাড়ীর গেটে পৌঁছে সে দেখলে চারদিক আলোয় আলো। সামনের বারান্দায় মণি ও দীপালি বসে, না?...তাকে দেখতে পেয়েছে-বোধ হয়—ঐ যে উঠে হাসলে ...দীপ্তির মোহ কেটে গেল, মোটা হিন্দুস্থানী দরোয়ানের ধাক্কায়। ব্যাপার কি?...দীপ্তি খেয়াল করেনি, শুধু পায়ে, ছেঁড়া একটা জামা পরেই নাকি ঢুকতে যাচ্ছিল!...খানিকটা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দীপ্তি হঠাৎ উন্মাদের মত হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলো...কার্ডখানা আর ফুলটা দরোয়ানের হাতে দিয়ে বল্লে, 'মাজিকো দে দেও'·· দীপ্তি নিজের মনে পাগলের মত কি সব বক্‌তে বক্‌তে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল···

মণি ও দীপালি দীপ্তিকে দেখতে পেয়ে সত্যিই নীচে নেমে আসছিল...যখন এল, দেখতে পেলে একটা লোক যেন ত্রস্তপদে বেরিয়ে চলে গেল। বাবুকে দেখে তো দরোয়ান এক মস্ত সেলাম ঠুকে এগিয়ে এসে সেই কার্ডখানা আর ফুলটা দিলে, বল্লে 'এক দেওয়ানা আদ্‌মী, হিঁয়া আকে বোলা, মাজিকে দে দেও। হাম্ তো উস্‌কো লাঠিসে ভাগায় দিয়া...' কথাটা ব'লেই দরোয়ান বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গেই লাঠিটা মাটিতে ঠুকলে।

মণি আর দীপালি পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে...মাথা নীচু ক'রে তারা ওপরে চলে গেল, দুজনেরই চোখ জলে ভাসছিল...

সূর্যপাতে

দীপ্তি তখন আঁধার পথ দিয়ে গুণ গুণ ক'রে গেয়ে চলেছে...

দীপ্তি আর বাড়ী ফেরেনি। চারদিকে খোঁজ পড়লো, মণি আর দীপালিও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ বন্ধু আবার দরোয়ানের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে! কোন খবর কিন্তু পাওয়া গেল না, শেষে দিন দশ বাদে গঙ্গার ধারেই, জলে একটা মড়া ভেসে উঠেছিল, সেইখানে একখানা কাগজের টুকরা পাওয়া যায়...লেখা ছিল রক্ত দিয়ে—

'সবই মায়া। অনেক দেখলুম, শিখলুমও, কিন্তু আগে ভুল কোরে, তারপর। বলতে পারো কেউ, ভুল না করে শিখেছ?'

দেহ পরীক্ষা করা হোল, দীপ্তির যে নয় তা' প্রমাণ হোল... কিন্তু কাগজের টুকরোটা তো দীপ্তির হাতের...তাও আবার রক্তে লেখা। ব্যাপারটা গোলমেলেই রয়ে গেল—ঝড়ের রাতের নীড়হারা পাখী সেই যে উড়ে চলে গিছল কোথায়... নিরুদ্দেশের যাত্রী হ'য়ে...তার আর সন্ধান হয় নি।

সমাপ্ত